বোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামিপাদ-বিরচিতং সানুবাদং

# শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্

শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-কৃত-পদ্যানুবাদ-সহিতম্

( ত্রিদণ্ডিস্বামিনা )

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামিনা

সম্পাদিতম্

শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামিপাদ-বিরচিতং

# শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্

শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরকৃত-পদ্যানুবাদ-সহিতম্


জগদ্‌গুরু-ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস-স্বামিনাং

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানাং

অন্তরঙ্গ-প্রিয়পার্ষদেন শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতেঃ

প্রতিষ্ঠাপকবরেণ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যেণ

( ত্রিদণ্ডিস্বামিনা )

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামিনা

সঙ্কলিতং সম্পাদিতঞ্চ



সর্ব্বস্বত্বং সংরক্ষিতম্ ]


[ ভৈক্ষ্যম্—রৌপ্যমেকম্

প্রকাশক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

আদি সংস্করণ
শ্রীগৌর-পূর্ণিমা, শ্রীগৌরাব্দ ৪৮২
৩০শে ফাল্গুন, ১৩৭৪ ; ইং ১৪।৩।১৯৬৮

## শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত
## গ্রন্থ-তালিকা

১। জৈবধর্ম্ম ( ১ম ও ২য় খণ্ড )—৫·০০ টাকা
২। প্রেম-প্রদীপ ( পারমার্থিক উপন্যাস )—১·৭৫ পঃ
৩। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী —১·৭৫ পঃ
৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—১·৫০ পঃ
৫। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ (১ম ও ২য় খণ্ড)—২·৭৫ পঃ
৬। শ্রীদামোদরাষ্টকম্ ( বঙ্গানুবাদ-সহ )—·৬০ পঃ
৭। মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয়—২·৫০ পঃ
৮। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা (মাসিক)—বার্ষিক ৫·০০ টাঃ
৯। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী মাসিক)-বার্ষিক ৫·০০ টাঃ
১০। জৈবধর্ম্ম (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) (হিন্দি) —১০·০০ টাঃ
১১। শরণাগতি—·৬০ পঃ
১২। **Sri Caitanya Mahaprabhu**—·75/
১৩। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—ভিক্ষা ১·২৫ পঃ
১৪। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্—১·০০ টাঃ
১৫। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা—·৭৫ পঃ
১৬। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ডঃ)—১·২৫ পঃ
১৭। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ—·৩৭ পঃ

মুদ্রাকর—শ্রীরামপ্রসাদ রায়
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস, নবদ্বীপ (নদী

# বিষয়-সূচী


| | বিষয় | পত্রাঙ্ক |
|---|---|---|
| ১। | শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের বন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ | ১ |
| ২। | "পরব্রহ্মপুর" শ্রীধাম-নবদ্বীপের বন্দনা | ২ |
| ৩। | **অন্তর্দ্বীপ—শ্রীধাম মায়াপুর** | ২-৪ |
| | [ অন্তর্দ্বীপ-ভ্রমণ-লালসা—২-৩, শ্রীমায়াপুর-বিদ্বেষিগণ অসম্ভাষ্য—৩, লাভ-পূজাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীমায়াপুরই আশ্রয়ণীয়—৩ ৪, শ্রীমায়াপুর-ধামই শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাস্থল—৪, শ্রীমায়াপুরের বিরোধী ব্যক্তি দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাজ্য ১৯-২০, শ্রীমায়াপুর-সেবাফলে সুদুর্লভাচারেরও সাধুত্বপ্রাপ্তি—২৪, অনর্থমুক্ত হইয়া প্রেমসমুদ্রে বিহারেচ্ছুর শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবাই একমাত্র কৃত্য—৫০-৫১ ]। | |
| ৪। | গোদ্রুমদ্বীপ [ শ্রীগোদ্রুম-ধামবাস-নিষ্ঠা— ৪-৫, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ- ৪-৫ সেবিত শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ১০-১১, শ্রীগোদ্রুমধামসেবা-নিষ্ঠা ১১-১২, আজীবন শ্রীগোদ্রুমবাস-সৌভাগ্য-লালসা ১৭, গোদ্রুমের সহিত অন্যতীর্থের সাম্যবুদ্ধিকারী অসম্ভাষ্য ১৯-২০, লৌকিক-বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগোদ্রুম-বনাশ্রয়ই বুদ্ধিমত্তা ২২, শ্রীগোদ্রুম ধাম-স্বরূপ-দর্শন-লালসা—২৫-২৬, শ্রীগোদ্রুমধাম-সেবানিষ্ঠা ৩৯]। | |
| ৫। | মধ্যদ্বীপ [ ( শ্রীগৌরসুন্দরের মধ্যাহ্ন-ক্রীড়া-নিকেতন ) মধ্যদ্বীপে ৫, ৩৮-৩৯ রাধাকৃষ্ণ প্রেমাস্বাদন-লালসা ৩৮-৩৯ ] | |
| ৬। | কোলদ্বীপ [ অপরাধ-ভঞ্জন-ক্ষেত্র প্রেমরসদ কোলদ্বীপ, ] | ৬,২৫ |
| ৭। | রুদ্রদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ | ৬-৮ |
| | [সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ধামসেবা-লালসা—৭, অপ্রাকৃত বেদগুহ্য নবদ্বীপধাম-নিষ্ঠা—৭-৮, রসপীঠ গৌরবন ৭-৮ ] | |

| | বিষয় | পত্রাঙ্ক |
|---|---|---|
| ৮। | জহ্নুদ্বীপ [জহ্নুমুনির আশ্রম-সম্বলিত পবিত্র-ভূমিতে বাস-লালসা] | ৮ |
| ৯। | সীমন্তদ্বীপ [সেবাফলে আশু শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি] | ৯ |
| ১০। | নবদ্বীপ বৃন্দাবন—দুই এক হয় | ৯-১০ |
| ১১। | শিব-ব্রহ্মাদি-দুর্লভ শ্রীনবদ্বীপধাম-বাস-লালসা | ১১ |
| ১২। | শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলা-দর্শনার্থ শ্রীনবদ্বীপ-বাস প্রার্থনা— | ১২-১৩ |
| ১৩। | ব্রহ্মাদি-প্রণম্য নবদ্বীপবাসীর পঞ্চম-পুরুষার্থ করতলগত | ১৩ |
| ১৪। | প্রেম-প্রদানকারী নবদ্বীপধামের প্রতি নমস্কার | ১৩-১৪ |
| ১৫। | সুপণ্ডিত ও সুদার্শনিক গৌর-ভক্তগণের নবদ্বীপ ধামাশ্রয়েই অভিরুচি | ১৪ |
| ১৬। | গৌরবন-সেবায়ই জীব পরিপূর্ণকাম | ১৪-১৫ |
| ১৭। | গৌরবনের স্বরূপ | ১৫ |
| ১৮। | নিরপরাধে নবদ্বীপধাম-সেবাফলে পরমপ্রয়োজন লাভ | ১৫ |
| ১৯। | নবদ্বীপাশ্রয়-নিষ্ঠা | ১৬ |
| ২০। | ধামসেবার বিরুদ্ধাচরণকারী নিজজনও পর, সুতরাং দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাজ্য | ১৬ |
| ২১। | ধামের স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাবতীয় বস্তুই চিদানন্দময় | ১৭-১৮ |
| ২২। | সম্বন্ধ-জ্ঞানোদিত ধামপ্রবেশকারী জীবমাত্রেরই সচ্চিদানন্দ-রূপতা-প্রাপ্তি | ১৮ |
| ২৩। | নিরপরাধ ধামবাসিগণের নিন্দাকারী—অপরাধী, সুতরাং বঞ্চিত | ১৮-১৯ |
| ২৪। | শ্রীধাম-সেবানন্দকে জড়ানন্দ-জ্ঞানকারী ব্যক্তি দুঃসঙ্গজ্ঞানে অসম্ভাষ্য | ১৯-২০ |
| ২৫। | নিষ্পাপ শ্রীগৌর-ধামাশ্রয়কারীর বৃন্দাবন-সম্পত্তি-প্রাপ্তি | ২০-২১ |

| | বিষয় | পত্রাঙ্ক |
|---|---|---|
| ২৬। | ধামবাস-নিষ্ঠায় আনুকূল্যই ভক্তি, তৎপ্রাতিকূল্যই অধর্ম্ম বা পাপ | ২০-২১ |
| ২৭। | ঔদার্য্যক্ষেত্র গৌরবনাশ্রয়ে জীবের সিদ্ধি করতলগত | ২১-২২ |
| ২৮। | মনোধর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক শ্রীগৌর-ধামাশ্রয়-নিষ্ঠা | ২২ ২৩ |
| ২৯। | প্রেমামৃতাকর-গৌরবনে রতি-লাভার্থ প্রার্থনা | ২৩ |
| ৩০। | শ্রীনবদ্বীপেই ভক্তিসুখ-মাধুরীর পরাকাষ্ঠা বিরাজিত | ২৫ |
| ৩১। | শ্রীগৌরচন্দ্রে দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা | ২৬ |
| ৩২। | শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রে বিজ্ঞপ্তি | ২৬-২৭ |
| ৩৩। | নবদ্বীপধামবাস-নিষ্ঠা-প্রার্থনা | ২৭ |
| ৩৪। | নবদ্বীপানুরক্ত ধামবাসিগণের বন্দনা | ২৮ |
| ৩৫। | গৌরসেবারতা শ্রীলীলাশক্তির জয়গান | ২৮-২৯ |
| ৩৬। | চিদ্বৈভবশালী নবদ্বীপ নিত্যসেব্য | ২৯ |
| ৩৭। | নবদ্বীপবাস-নিন্দকের কৃষ্ণপ্রেম-লাভ অসম্ভব | ২৯-৩০ |
| ৩৮। | সৌভাগ্যবানেরই নবদ্বীপ-ভ্রমণ-যোগ্যতা | ৩০-৩১ |
| ৩৯। | গৌরপদাঙ্কপূত গৌরধামে প্রেম-লালসা | ৩০-৩১ |
| ৪০। | ধাম-আশ্রয়কারী পুরুষেরই নিগূঢ় প্রেম-সম্পত্তি-লাভ | ৩১ |
| ৪১। | বহির্ম্মুখলোকের শত তিরস্কারেও ধামসেবানন্দীর উদ্বেগহীনতা | ৩১-৩২ |
| ৪২। | দেহ-মনোধর্ম্ম পরিত্যাগান্তে ধামসেবাই সর্ব্বমঙ্গলাকর | ৩২-৩৩ |
| ৪৩। | শ্রীধামসেবার্থ ভিক্ষাদ্বারা জীবননির্ব্বাহও শ্লাঘনীয় | ৩২-৩৩ |
| ৪৪। | সাধক-দেহোচিত শ্রীগৌর-বনবাস-প্রার্থনা | ৩৩-৩৪ |
| ৪৫। | পরব্যোমান্তর্গত শ্রীগৌরমণ্ডল, তন্মধ্যেই শ্রীবৃন্দাবনধামের অবস্থিতি | ৩৩-৩৪ |
| ৪৬। | ধামবাসীর প্রতি প্রাকৃতবুদ্ধি-ফলে ধামাপরাধীর ভক্তিলাভ অসম্ভব | ৩৪ |

| | বিষয় | পত্রাঙ্ক |
|---|---|---|
| ৪৭। | ধামবাসীজনে অপ্রাকৃতবুদ্ধিই সেবা-যোগ্যতা-লাভের উপায় | ৩৪-৩৫ |
| ৪৮। | ধামসেবা-তৎপরতাই সর্ব্ব-সাধন-ভজন-সিদ্ধির ফল | ৩৫ |
| ৪৯। | নবদ্বীপ-ধামে সিদ্ধি-লালসা | ৩৫-৩৬ |
| ৫০। | গৌরবনে কৃষ্ণপ্রেম-লালসা | ৩৬ |
| ৫১। | গৌরবনে সিদ্ধদেহে স্বাভীষ্ট-সেবাভিলাষ | ৩৬-৩৭ |
| ৫২। | গৌরবনের ধ্যান | ৩৭-৩৮ |
| ৫৩। | ভুক্তি-মুক্তি-পরিত্যাগান্তে রাধাবনের সেবানুরাগ | ৩৮-৩৯ |
| ৫৪। | গৌরধামৈকনিষ্ঠ ভক্তের পদরজ-প্রার্থনা | ৩৯-৪০ |
| ৫৫। | নবদ্বীপে স্বাভীষ্ট-ধ্যান-লালসা | ৪০ |
| ৫৬। | রাধামাধব-মিলিততনু গৌরাঙ্গ-দর্শনেচ্ছা | ৪০-৪১ |
| ৫৭। | শ্রীনদ্বীপধাম-সেবা-নিষ্ঠা | ৪১-৪২ |
| ৫৮। | ব্রহ্মপদ বা মুক্তি অপেক্ষা নবদ্বীপধামে কৃমিজন্ম শ্লাঘ্য ও বাঞ্ছনীয় | ৪১ ৪২ |
| ৫৯। | শ্রীনবদ্বীপ-সেবা-সৌভাগ্য-লালসা | ৪২ |
| ৬০। | শ্রীধামের গুণকীর্ত্তনেই জিহ্বার সার্থকতা | ৪৩ |
| ৬১। | গুরু-বৈষ্ণব-কৃপালব্ধ পুরুষই ধামতত্ত্ব প্রকাশে সমর্থ | ৪৩-৪৪ |
| ৬২। | গৌরবনে গৌরদর্শনে প্রেম-লালসা | ৪৪-৪৫ |
| ৬৩। | সুরধুনীতটে সাধকদেহোচিত ভ্রমণাকাঙ্ক্ষা | ৪৪-৪৫ |
| ৬৪। | নবদ্বীপ ব্যতীত বৃন্দাবনসেবাপ্রাপ্তি এবং গৌর ব্যতীত রাধাকৃষ্ণ-সেবাপ্রাপ্তি অসম্ভব | ৪৫ |
| ৬৫। | নবদ্বীপ অভিন্ন বৃন্দাবন ও ঔদার্য্যধাম | ৪৬ |
| ৬৬। | মাধুর্য্যধাম হইতে ঔদার্য্যধাম অধিক কৃপাময় | ৪৬-৪৭ |
| ৬৭। | গৌরধাম-সেবকেরই ব্রজধাম করস্থিত | ৪৭ |
| ৬৮। | বৃন্দাবনস্থ বনোপবনাদি নবদ্বীপে প্রকটিত | ৪৭ |

| | বিষয় | পত্রাঙ্ক |
|---|---|---|
| ৬৯। | গৌর, ভক্ত, ধাম-বিভূতি ও অপ্রাকৃত লীলার প্রতি নমস্কার | ৪৮ |
| ৭০। | পঞ্চতত্ত্বে বিজ্ঞপ্তি | ৪৮-৪৯ |
| ৭১। | নবধাভক্তিপীঠ নবদ্বীপে শ্রীরাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত নবদ্বীপচন্দ্রের স্তব | ৪৯-৫০ |
| ৭২। | যোষিৎসঙ্গী, স্বর্গকামী, বহুগ্রন্থকলাভ্যাসীর নবদ্বীপচন্দ্রের চরণাশ্রয়েই কৃতিত্ব | ৫০-৫১ |
| ৭৩। | নিত্যকাল নবদ্বীপচন্দ্রের লীলা-দর্শন-সৌভাগ্য প্রার্থনা | ৫১-৫২ |
| ৭৪। | তদ্রূপবৈভব শ্রীনবদ্বীপধামের স্তব | ৫২-৫৩ |
| ৭৫। | গৌরধাম-সেবা ব্যতীত বেদগুহ্য ব্রজতত্ত্বের উপলব্ধি অসম্ভব | ৫২-৫৪ |
| ৭৬। | কায়-মনো-বাক্য-বুদ্ধিজ যাবতীয় সদ্‌গুণগ্রাম গৌরসেবাফলেই লভ্য | ৫৩-৫৪ |
| ৭৭। | কোটী সাধন-ভজনেও নিগূঢ় প্রেমসম্পত্তিলাভ সুদূরপরাহত | ৫৪-৫৫ |
| ৭৮। | গৌরধামের কৃপা ব্যতীত শুদ্ধভক্তিমার্গে প্রবেশ অসম্ভব | ৫৪-৫৫ |
| ৭৯। | গৌরধামই দুষ্কৃত ব্যক্তিগণের একমাত্র আশ্রয়দাতা | ৫৫-৫৬ |
| ৮০। | গৌরধামাশ্রয়ফলে অযোগ্যব্যক্তিত্ব প্রেম-সম্পত্তিলাভে অধিকারী | ৫৬-৫৭ |
| ৮১। | গৌরধামই বিপন্ন ও নিরাশ্রয়ের একমাত্র পরম-আশ্রয় | ৫৬-৫৭ |
| ৮২। | বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তিপীঠ শ্রীনবদ্বীপের মাহাত্ম্য | ৫৭ |
| ৮৩। | ব্রজাভিন্ন নবদ্বীপে বিপ্রলম্ভাত্মক যুগল-লীলা-স্মরণ-লালসা | ৫৮ |
| ৮৪। | প্রেমনেত্রে চিন্ময় যোগপীঠ দর্শনাভিলাষ | ৫৮-৫৯ |
| ৮৫। | শ্রীনবদ্বীপবাসী, চতুর্ব্বর্গকামীর ন্যায় কাশীবাস-গয়াযাত্রাদি তুচ্ছাভিলাষী নহেন | ৫৯-৬০ |
| ৮৬। | দেবেন্দ্রদুর্ল্লভ বেদগুহ্য প্রেমলাভার্থ গৌরধামাশ্রয় কর্ত্তব্য | ৫৯-৬০ |
| ৮৭। | গ্রন্থকারের বক্তব্য:-শ্রীনবদ্বীপধামই ঔদার্য্য-লীলাভূমি | ৬০ |

# শ্লোক-সূচী


অ

অচৈতন্যপ্রায়ং জগদিদমহো ৪৩
অপার-করুণাকরং ব্রজবিলাসিনী- ২৩
অরে মূঢ়া গূঢ়াং বিচিনুত ৫৯
অলমলমিহ যোষিদ্‌গর্দ্দভী ৩
অলং ক্ষয়ি-সুদুঃখদৈর্যুবতি- ৩৮
অলং শাস্ত্রাভ্যাসৈরলমহহ ৫০
অহো বৃন্দারণ্যে হরি হরি ৪৬

আ

আচর্য্য ধর্ম্মান্ পরিচর্য্য দেবান্ ৫২
আরাধিতং নববনং ব্রজকাননং তে ৪৫

ই

ইহ ভ্রামং ভ্রামং জগতি ৭
ইহ সকলসুখেভ্যঃ স্বত্তমং ২৪

উ

উপাসতাং বা গুরুবর্য্যকোটি- ৫৪

ক

কদা নবদ্বীপ-বনান্তরেষ্বহং ২
কদা নবদ্বীপ-বনান্তরেষ্বহং পরিভ্রমন্ ৪৪
কদা ভ্রামং ভ্রামং লসৎ ৫৮
কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়- ৫৪
কাশীবাসিনোঽপি ন গণয়ে ৫৯
কিমেতাদৃগ্ ভাগ্যং মম ১৭
কুরু সকলমধর্ম্মং মুঞ্চ ২০
কৃপয়তু ময়ি মধ্যদ্বীপ-লীলা ৫

খ

খগবৃন্দং পশুবৃন্দং দ্রুমবৃন্দং ১৩

গ

গৌরারণ্যাদন্যং প্রকৃতেঃ ২৮

চ

চণ্ডাল-শ্ব-খরাদিবৎ ৩১

ছ

ছিদ্যেত খণ্ডশ ইদং ১১

জ

জন্মনি জন্মনি জহ্ন্বাশ্রম ৮
জয়তি জয়তি কোলদ্বীপ- ৬
জরৎকন্থামেকাং দধদপি ৩৩
জাতি-প্রাণ-ধনানি যান্তু ২৭

ত

তচ্ছাস্ত্রং মম কর্ণমূলমপি ৩
তৃণাদপি চ নীচতা ৫৩
তেনাকারি সমস্ত এব ভগবদ্ধর্ম্মঃ ১৩
ত্যজন্তু স্বজনাঃ কামং ১৬

দ

দুর্ব্বাসনা সুদৃঢ়রজ্জুশতৈঃ ২৬
দুষ্কর্ম্মকোটি-নিরতস্য ৫৫

দৃষ্টৈঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ ৫২
দোষাকরোঽহং গুণলেশহীনঃ ১৪

ধ

ধাম্নোরভেদাচ্ছতকং পৃথক্ পৃথক্ ৬০

ন

নবদ্বীপঃ সাক্ষাদ্‌ব্রজপুরম্ ৪৬
নবদ্বীপে কৃষ্ণং পুরট-রুচিরং ১
নবদ্বীপে বসেদ্ যস্তু ৪৭
নবদ্বীপে রম্যে বরমিহ করে ৩২
নবদ্বীপৈকাংশে কৃতনিবসতিঃ ৫৮
নমামি তদ্‌গোদ্রুমমন্দ্র-লীলাং ৪৮
নমামি তদ্ গোদ্রুমমেব ৩৯
ন লোকং ন ধর্ম্মং ন গেহং ৩৬
নলোকং-বেদোদিত-মার্গভেদৈ- ২২
ন সত্যাখ্যে লোকে স্পৃহয়তি ৪১
নানাকেলি-নিকুঞ্জমণ্ডপযুতে ৪০
নানামার্গরতোঽপি দুর্ম্মতিরপি ২৪
নান্যদ্বদামি ন শৃণোমি ৪১
নাহং বেদ্মি কথং নু মাধব ১০
নিন্দন্তি যাবন্নবখণ্ড-বাসং ২৯
নির্ম্মর্য্যাদাশ্চর্য্য-কারুণ্যপূর্ণং ২১

প

পরধন-পরদার-দ্বেষ-মাৎসর্য্য- ২০
পুলিনে পুলিনে গিরীন্দ্রজায়া ৪৪
পূর্ণোজ্জ্বলং প্রেমরসৈকমূর্ত্তিঃ ৩১
প্রকৃত্যুপারে কেবলে সুখনিধৌ ৩৩
প্রগায়ন্নটন্নুদ্ধসন্ বা লুঠন্ বা ৩৫

ব

বনঞ্চোপবনং সর্ব্বং ৪৭
বশীকর্ত্তুং শক্যো ন হি ২৬
বাণ্যা গদ্গদয়া কদা মধুপতেঃ ৪০
বিভ্রাজন্তিলকা গিরীন্দ্রতনয়া- ২৮
বিশুদ্ধাদ্বৈতৈকপ্রণয়-রস ৯
বিশ্বম্ভরস্য পাদসরোজোপেত- ৩০

ভ

ভক্ত্যৈকয়ান্যত্র কৃতার্থমানিনঃ ১৪
ভজন্তমপি দেবতান্তরম্ ২৫
ভূতং স্থাবর-জঙ্গমাত্মকমহো ১৭
ভূমির্যত্র সুকোমলা বহুবিধ ৪
ভ্রাতঃ সমস্তান্যপি সাধনানি ৩২

ম

মধ্যদ্বীপবনে স্বরাট্‌ক্ষিতিধরস্য ৩৮
মমাপি স্যাদেতাদৃশমপি ৪২
মহোজ্জ্বল-রসোন্মদ-প্রণয়সিন্ধু ৭
মিলন্তু চিন্তামণিকোটি-কোটয়ঃ ৪

য

যৎ কোট্যংশমপি স্পৃশেন্ন ২৫
যৎসীমানমপি স্পৃশেন্ন নিগমো ১১

যত্তজ্জল্পস্ত শাস্ত্রাণ্যহহ ২২
যত্র প্রবিষ্টঃ সকলোঽপি জন্তুঃ ১৮
যদপি চ মম নাস্তি ৪৩
যদৈব সচ্চিদ্রসরূপবুদ্ধিঃ ৩৪
যস্মিন্ কোটি-স্বরেন্দ্রবৈভব ২৯
যে গৌরস্থলবাসি-নিন্দনরতাঃ ১৯
যে শ্রীনবদ্বীপগতেষু দোষান্ ১৮

র

রাধাপতি-রতিকন্দং গৌরস্থলমেব ৩৯
রাধাবল্লভ-পাদপল্লবজুষাং ৯
রুদ্রদ্বীপে চর চরণ ৬

শ

শুদ্ধোজ্জ্বল-প্রেমরসামৃত ১৫
শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি ২

স

সংসারদুঃখ-জলধৌ পতিতস্য ৫৬
সংসারসিন্ধু-তরণে হৃদয়ং ৫০
সকল-বিভবসারং সর্ব্বধর্ম্মৈকসারং ৩৫
সর্ব্বসাধনহীনোঽপি ১৫
সানন্দ-সচ্চিদ্ঘনরূপতা- ৩৪
সা মে ন মাতা স চ মে পিতা ন ১৬
সৈবেয়ং ভুবি ধন্যগৌড়নগরী ৫১
স্তুমস্তং চৈতন্যাকৃতিম্ ৪৯
স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনক ৫৭
স্বয়ং-পতিত-পত্রকাণ্যমৃতবৎ ১২
স্মারং স্মারং নবজলধরং- ৩০

হ

হরেকৃষ্ণ রামেতি কৃষ্ণেতি ৩৬
হা বিশ্বম্ভর ! হা মহারসময় ৪৮
হা হন্ত ! চিত্তভুবি মে ৫৬
হৈম-স্ফাটিক-পদ্মরাগ- ৩৭

ওঁ নমঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রায়

# শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামিপাদ-বিরচিতং
# শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্

নবধা ভক্তিযোগে নবদ্বীপচন্দ্রের বন্দনা-রূপ মঙ্গলাচরণ—

নবদ্বীপে কৃষ্ণং পুরট-রুচিরং ভাব-বলিতং
মৃদঙ্গাদ্যৈর্যন্ত্রৈঃ স্বজন-সহিতং কীর্ত্তনপরম্।
সদোপাস্যং সর্ব্বৈঃ কলিমল-হরং ভক্ত-সুখদং
ভজামস্তং নিত্যং শ্রবণ-মননাদ্যর্চ্চন-বিধৌ ॥১॥

---

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রায় নমঃ

## "শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্"এর পদ্যানুবাদ
## [ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত ]

শ্রীরাধার ভাবে যিনি সুবর্ণ-বরণ।
সাঙ্গোপাঙ্গে নবদ্বীপে যাঁর সংকীর্ত্তন ॥
কলিতে উপাস্য সেই কৃষ্ণ-গৌরহরি।
নবধা ভক্তিতে তাঁরে উপাসনা করি ॥১॥

---

যিনি রাধা-ভাব-বিভাবিত, পুরটসুন্দর-দ্যুতি-সুবলিত, নবদ্বীপে মৃদঙ্গাদি-যন্ত্র-সহযোগে স্বগণসহ কীর্ত্তনপরায়ণ, যিনি সকল জীবের নিত্যোপাস্য, সেই কলিমলবিনাশী, ভক্তসুখপ্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকে মননাদি অর্চ্চন-বিধিক্রমে (নবধা ভক্তিদ্বারা) আমরা ভজন করি ॥১॥

ছান্দোগ্যোক্ত ( ৮।১।১ ) "ব্রহ্মপুরই" চিচ্ছক্তি-প্রকটিত শ্রীধাম-নবদ্বীপ—

শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং
স্মৃতিবৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণু-সদনম্ ।
সিতদ্বীপঞ্চান্যে বিরল-রসিকোঽয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরম-সুখদং তং চিদুদিতম্ ॥২॥

(১) অন্তর্দ্বীপ—শ্রীধাম মায়াপুর

অন্তর্দ্বীপ-ভ্রমণ-লালসা—

কদা নবদ্বীপ-বনান্তরেঽহং
পরিভ্রমন্ গৌরকিশোরমদ্ভুতম্ ।
মুদা নটন্তং নিতরাং সপার্ষদং
পরিস্ফুরন্ বীক্ষ্য পতামি মূর্চ্ছিতঃ ॥৩॥

———

নিগম যাঁহারে ব্রহ্মপুর বলি' গা'ন ।
পরব্যোম, শ্বেতদ্বীপে বর্ণয় পুরাণ ॥
রসিক পাণ্ডত যাঁরে 'ব্রজ' বলি' কয় ।
বন্দি সেই নবদ্বীপে চিদানন্দময় ॥২॥

কবে আমি নবদ্বীপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
অন্তর্দ্বীপ-বন-মাঝে পাইব দেখিতে ॥
সপার্ষদে গৌরচন্দ্র-নর্ত্তন-বিলাস ।
দেখি প্রেম-মূর্চ্ছাবশে ছাড়িব নিশ্বাস ॥৩॥

---

'ছান্দোগ্য' নামক উপনিষদে যাহা 'পরব্রহ্মপুর' নামে উক্ত, স্মৃতি যাঁহাকে 'বিষ্ণুসদন-বৈকুণ্ঠ' বলিয়া কীর্ত্তন করেন, অপরাপর মহাজন যাঁহাকে 'শ্বেতদ্বীপ' এবং বিরল-রসিক ভক্ত যাঁহাকে 'ব্রজবন' নামে অভিহিত করেন, সেই চিচ্ছক্তি-প্রকটিত পরম-সুখদ শ্রীনবদ্বীপধামকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥

কবে আমি শ্রীনবদ্বীপের বনের অন্তর-ভাগে অর্থাৎ শ্রীঅন্তর্দ্বীপে পরিভ্রমণ

শ্রীমায়াপুর-দ্বেষী খলব্যক্তিগণ অসম্ভাষ্য—

তচ্ছাস্ত্রং মম কর্ণমূলমপি ন স্বপ্নেঽপি যায়াদহো
শ্রীগৌরাঙ্গপুরস্য যত্র মহিমা নাত্যদ্ভুতঃ শ্রূয়তে।
তে মে দৃষ্টিপথং ন যান্তু নিতরাং সম্ভাষ্যতামাপ্নুয়ু-
র্যে মায়াপুর-বৈভবে শ্রুতিগতেঽপ্যুল্লাসিনো নো খলাঃ ॥৪॥

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরই একমাত্র আশ্রয়ণীয়—

অলমলমিহ যোষিদ্‌গর্দ্দভী সঙ্গরঙ্গৈ-
রলমলমিহ বিত্তাপত্য-বিদ্যা-যশোভিঃ।
অলমলমিহ নানা-সাধনায়াস-দুঃখৈ-
র্ভবতু ভবতু চান্তর্দ্বীপমাশ্রিত্য ধন্যঃ ॥৫॥

---

নবদ্বীপ-মহিমা যে-শাস্ত্রে নাহি কয়।
স্বপ্নেও সে-শাস্ত্র যেন শুনিতে না হয় ॥
এ-ধাম-বৈভবে যার না হয় উল্লাস।
তারে যেন নাহি দেখি না করি সম্ভাষ ॥৪॥

স্ত্রী-গর্দ্দভী সঙ্গ রঙ্গে আর কিবা কাজ।
বিত্ত-পুত্র-বিদ্যা-যশে শীঘ্র পড়ু বাজ ॥

---

করিতে করিতে অদ্ভুত শ্রীগৌরকিশোরকে পার্ষদগণসহ অতিশয় প্রেমভরে নৃত্য করিতে দেখিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িব ? ৩ ॥

শ্রীগৌরধামের অত্যদ্ভুত মহিমা যে শাস্ত্রে শ্রুত হয় না, অহো ! সেই অসৎ-শাস্ত্র স্বপ্নেও যেন আমার শ্রুতিপথে আগমন না করে ; যে-সকল খল-ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরের ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়াও উল্লসিত হয় না, তাহারা যেন কখনও আমার দৃষ্টিপথে পতিত কিংবা সম্ভাষণের বিষয় না হয় ॥ ৪ ॥

এই প্রপঞ্চে যোষিদ্-গর্দ্দভী-সঙ্গরঙ্গে আর প্রয়োজন কি ? প্রাকৃত-সম্পৎ,

শ্রীমায়াপুরই গৌরকিশোরের ক্রীড়া-নিকেতন—

ভূমির্যত্র সুকোমলা বহুবিধ-প্রদ্যোতিরত্নচ্ছটা
নানা-চিত্রমনোহরং খগ-মৃগাদ্যাশ্চর্য্য-রাগান্বিতম্।
বল্লীভূরুহজাতয়োঽদ্ভুততমা যত্র প্রসূনাদিভি-
স্তন্মে গৌরকিশোর-কেলিভবনং মায়াপুরং জীবনম্ ॥৬॥

(২) গোদ্রুমদ্বীপ

গোদ্রুম-ধামবাস-নিষ্ঠা—

মিলন্তু চিন্তামণিকোটি-কোটয়ঃ
স্বয়ং বহির্দৃষ্টিমুপৈতু বা হরিঃ।

———

আর দুঃখ কেন বহু সাধনের জন্য।
অন্তর্দ্বীপাশ্রয়ে এবে হও ভাই ধন্য ॥৫॥

যথা রত্নচ্ছটাময়ী ভূমি সুকোমল।
খগ-মৃগ যথা অনুরাগেতে বিহ্বল ॥
বৃক্ষ-লতা ফুল-ফলে অদ্ভুত দর্শন।
সেই মায়াপুর হয় আমার জীবন ॥৬॥

---

সন্তান, বিদ্যা ও প্রতিষ্ঠাদির আর আবশ্যকতা কি? আর নানাবিধ প্রাকৃত সাধনায়াসজনিত ক্লেশেরই বা প্রয়োজন কি? মানব শ্রীঅন্তর্দ্বীপ আশ্রয় করিয়া ধন্য হউক ॥ ৫ ॥

যে-স্থানে ভূমি সুকোমলা এবং বিবিধ উজ্জ্বলরত্নের প্রভায় দীপ্তিমতী, যে-ধাম বিচিত্র মনোহর শোভাযুক্ত, যেখানে পশু-পক্ষিগণ পরস্পর আশ্চর্য্য-প্রীতিতে আবদ্ধ, অথবা যে-ধাম পশুপক্ষিকুলের আশ্চর্য্য-নিনাদে মুখরিত, যে-স্থানে ফুলফলে তরুলতারাজি পরমাদ্ভুতা শোভা ধারণ করিয়াছে, সেই গৌরকিশোরের ক্রীড়া-বিলাসভূমি শ্রীমায়াপুরই আমার জীবন ॥ ৬ ॥

তথাপি তদ্‌গোদ্রুম-ধূলি-ধূসরং
ন দেহমন্যত্র কদাপি যাতু মে ॥ ৭ ॥

(৩) মধ্যদ্বীপ

গৌরসুন্দরের মধ্যাহ্ন-লীলাস্থল মধ্যদ্বীপ বর্ণন—

কৃপয়তু ময়ি মধ্যদ্বীপ-লীলা বিচিত্রা
কৃপয়তু ময়ি মূঢ়ে ব্রহ্মকুণ্ডাদি-তীর্থম্ ।
ফলতু তদনুকম্পা-কল্পবল্লী তথৈব
বিহরতি জনবন্ধুর্যত্র মধ্যাহ্নকালে ॥ ৮ ॥

---

কোটি চিন্তামণি যদি মিলে অন্য স্থানে ।
শ্রীহরির বহির্দৃষ্টি যদিও সেখানে ॥
তথাপি গোদ্রুম-ধূলি ছাড়ি এ শরীর ।
অন্যত্র না যায় যেন এই বুদ্ধি স্থির ॥৭॥

সেই মধ্যদ্বীপে গৌরলীলা মধ্যদিনে ।
সেই দ্বীপ-লীলা কৃপা কর এই হীনে ॥
ব্রহ্মকুণ্ড কর মোরে কৃপা বিতরণ ।
তব কৃপা-কল্পলতা ফল মহাধন ॥৮॥

---

অপরে কোটি কোটি চিন্তামণি লাভ করুক্ আর যাহাই করুক, অথবা বহির্দৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তির নিকট স্বয়ং শ্রীহরির আগমন হউক্ আর যাহাই হউক্ ( অর্থাৎ বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত অক্ষজ-জ্ঞানী স্বয়ং শ্রীহরিকে পাইয়াছে বলিয়া মনে করুক্ আর যাহাই করুক্ ), কিন্তু তথাপি শ্রীগোদ্রুম-ধামধূলি-ধূসরিত আমার দেহ যেন কখনও সেই শ্রীধাম ছাড়িয়া অন্য কোথায়ও না যায় ॥ ৭ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচিত্রা মধ্যদ্বীপ-লীলা আমার উপর কৃপা বর্ষণ করুন্। আমার মত মূঢ়ের প্রতি ব্রহ্মকুণ্ডাদি-তীর্থ কৃপা বিতরণ করুন। যথায় বিশ্বজনবন্ধু শ্রীবিশ্বম্ভর মধ্যাহ্নকালে বিহার করেন, সেই পরমতীর্থের কৃপা-কল্পলতিকা আমাতে তেমনই ফলবতী হউন্ ॥ ৮ ॥

(৪) কোলদ্বীপ

গঙ্গার উপকূলস্থ 'কোলদ্বীপ' বা 'কুলিয়া'—

জয়তি জয়তি কোলদ্বীপ-কান্তাররাজী
সুরসরিদুপকণ্ঠে দেবদেব-প্রণম্যা।
খগ-মৃগ-তরুবল্লী-কুঞ্জ-বাপী-তড়াগ-
স্থল-গিরি-হ্রদিনীনামদ্ভুতৈঃ সৌভগাদ্যৈঃ ॥ ৯ ॥

(৫) ও (৬) রুদ্রদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ধামসেবা-লালসা—

রুদ্রদ্বীপে চর চরণ ! দৃক্ ! পশ্য মোদদ্রুমশ্রী-
র্জিহ্বে ! গৌরস্থল-গুণগণান্ কীর্ত্তয় শ্রোত্রগৃহ্যান্।
গৌরাটব্যাঃ ভজ পরিমলং ঘ্রাণ ! গাত্র ! ত্বমস্মিন্
গৌড়ারণ্যে লুঠ পুলকিতং গৌর-কেলিস্থলীষু ॥ ১০ ॥

———

খগ-মৃগ-তরু-লতা-কুঞ্জ-বাপী-নগ।
জল-স্থল-হ্রদ আদি সমস্ত সৌভগ ॥
বিশিষ্ট কাননময় দেবতা দুর্লভ।
জয় জয় কোলদ্বীপ বৈকুণ্ঠ-বৈভব ॥৯॥

পদ ! চর রুদ্রদ্বীপ, তুমি মনোলোভা।
আখি মোর সদা হের মোদদ্রুম-শোভা।
শুনিয়াছি নবদ্বীপ-গুণগণ যত।
জিহ্বা, তুমি সেই সব গাও অবিরত ॥

---

পশু, পক্ষী, তরুলতাকুঞ্জ, দীর্ঘিকা, সরোবর, উপত্যকা, পর্ব্বত এবং হ্রদসমূহের অদ্ভুত সৌন্দর্য্যাদিগুণে উদ্ভাসিত গঙ্গার উপকণ্ঠস্থ সর্ব্বদেব-প্রণম্যা শ্রীকোলদ্বীপ-কান্তাররাজি জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন ॥ ৯ ॥

প্রাকৃত-দৃষ্টির অগোচর বেদগুহ্য নবদ্বীপ-ধাম-নিষ্ঠা—

ইহ ভ্রামং ভ্রামং জগতি নহি গন্ধোঽপি কলিতো
যদীয়স্তত্রৈবাখিলনিগম-দুর্লক্ষ্য-সরণৌ।
নবদ্বীপারণ্যে বত মহিম-পীযূষ-জলধৌ
মহাশ্চর্য্যোন্মীলন্ মধুরিমণি চিত্তং লগতু মে ॥ ১১ ॥

রসপীঠ গৌরবন—

মহোজ্জ্বল-রসোন্মদ-প্রণয়-সিন্ধু-নিস্যন্দিনী
মহামধুর-রাধিকারমণ-খেলনানন্দিনী।

---

গৌরাটবী-পরিমল ভজ মোর ঘ্রাণ।
ত্রিভুবনে নাহি নবদ্বীপ হেন স্থান ॥
সেই ধামে গৌরকেলি-স্থলে দেহ মোর।
পুলকিত লুটি ভজ শ্রীগৌরকিশোর ॥১০॥

জগদ্ ভ্রমিতে যার গন্ধ নাহি পাই।
সর্ব্ববেদাতীত যার পথ হয় ভাই ॥
সেই সুধাসিন্ধুরূপ নবদ্বীপ-ভূমি।
আশ্চর্য্য মাধুর্য্য, চিত্ত, সদা রম তুমি ॥১১॥

---

হে চরণ! তুমি রুদ্রদ্বীপে বিচরণ কর; হে লোচন! তুমি মোদদ্রুম-দ্বীপের সৌন্দর্য্য দর্শন কর; হে রসনে! তুমি শ্রুতিপথগত শ্রীগৌরধাম-গুণাবলী অনুকীর্ত্তন কর; হে নাসিকে! তুমি শ্রীগৌর-বনের সুরভি আঘ্রাণ কর; হে গাত্র! তুমি এই গৌড়ারণ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের ক্রীড়াস্থলীসমূহে পুলকিত হইয়া বিলুণ্ঠিত হও ॥ ১০ ॥

এই জগতে ভ্রমণ করিতে করিতে যাহার গন্ধলেশও পাওয়া যায় না, যাহার পথ নিখিল-বেদ-দুর্লক্ষ্য, যাহার মধুরিমা মহাশ্চর্য্যবিকাশী, অহো!

রসেন সমধিষ্ঠিতা ভুবনবন্দ্যয়া রাধয়া
চকাস্তু হৃদি মে হরেঃ পরমধাম গৌড়াটবী ॥ ১২ ॥

(৭) জহ্নুদ্বীপ

জন্ম-জন্ম তরুগুল্মরূপে জহ্নুদ্বীপ-বাস-লালসা—

জন্মনি জন্মনি জহ্নুাশ্রমভুবি বৃন্দারকেন্দ্র-বন্দ্যায়াম্।
অপি তৃণ-গুল্মকভাবে ভবতু মমাশাসমুল্লাসঃ ॥১৩॥

---

উজ্জ্বলরসের প্রেম-সিন্ধু-নিস্যন্দিনী।
অপূর্ব্ব রাধিকা-ভাব খেলনানন্দিনী ॥
রাধা প্রকটিত গৌড়াটবী গৌরাবাস।
রস-পীঠ হৃদে মোর হউন্ প্রকাশ ॥১২॥

দেবরাজ-পূজনীয় জহ্নুমুনি-স্থান।
নবদ্বীপ-জহ্নুদ্বীপ যাহার আখ্যান ॥
সেই গৌরলীলা-স্থলে তৃণ-গুল্মভাব।
পাইলে আশার হয় উল্লাস-বিভাব ॥১৩॥

---

যাহা অমিত মহিমার অমিয়-সিন্ধুস্বরূপ, সেই নবদ্বীপ-বনেই আমার চিত্ত সংলগ্ন হউক্ ॥ ১১ ॥

পরমোজ্জ্বল রসোদ্বোলত প্রণয়জলধির প্রস্রবণস্বরূপ শ্রীরাধারমণের পরম-মধুর ক্রীড়ারঙ্গে আনন্দদায়ক, রসে সম্যক্ অধিষ্ঠিতা (রসপীঠ) শ্রীহরির পরমধাম গৌড়কানন ভুবনপূজ্যা শ্রীমতী রাধাসহ আমার হৃদয়ে প্রোদ্ভাসিত হউন ॥ ১২ ॥

নবদ্বীপের যে-স্থানে জহ্নুমুনির আশ্রম বিরাজিত, সেই দেবেন্দ্র-বন্দিতা পবিত্রভূমি শ্রীজহ্নুদ্বীপে জন্ম-জন্ম তৃণ-গুল্মভাবেও আমার আশার সমুল্লাস হউক ॥ ১৩ ॥

( ৮ ) সীমন্তদ্বীপ

সীমন্তদ্বীপ-সেবাফলে আশু শ্রীরাধাকৃপা-প্রাপ্তি—

রাধাবল্লভ-পাদপল্লবজুষাং সদ্ধর্ম্মনীতায়ুষাং
নিত্যং সেবিত-বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রিরজসাং বৈরাগ্যসীম-স্পৃশাম্।
হন্তৈকান্তরসপ্রবিষ্ট-মনসামপ্যস্তি যদ্দূরত-
স্তদ্রাধা-করুণাবলোকমচিরাদ্বিন্দন্ত সীমন্তকে ॥ ১৪ ॥

"নবদ্বীপ বৃন্দাবন দুই এক হয়"—

বিশুদ্ধাদ্বৈতৈকপ্রণয়-রস-পীযূষ-জলধেঃ
শচীসূনোর্দ্বীপে সমুদয়তি বৃন্দাবনমহো।

———

রাধাকৃষ্ণ সেবা করি, শুদ্ধ ধর্ম্ম সদাচরি,
সেবি সাধু পদরজঃ, ভাই।
লভিয়া বৈরাগ্য-পার, পাইয়াও রসসার,
সে রাধা-করুণা নাহি পাই।
সীমন্তে করিয়া বাস, যেবা হয় গৌরদাস,
যে করুণা শীঘ্র তার হয়।
সকল সাধন ত্যজি, অতএব গৌর ভজি,
শ্রীসীমন্ত কর হে আশ্রয় ॥১৪॥

---

শ্রীরাধাবল্লভ-পাদপল্লব-সেবারত থাকিয়া, আজীবন শুদ্ধধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, বৈষ্ণব-চরণ রজের নিত্য সেবা করিয়া, বৈরাগ্যের পারগামী (চরম-সীমা প্রাপ্ত) হইয়া, এবং একান্ত প্রেমরসে চিত্ত নিমগ্ন করিয়াও হায়! শ্রীরাধার যে করুণা লাভ হয় না, আজ নবদ্বীপাঙ্গ সীমন্তদ্বীপের সেবা করিয়া (সৌভাগ্যবান্ জীবের) সেই সুদুর্ল্লভ রাধাকৃপা-কটাক্ষ সত্বর লাভ হউক ॥ ১৪ ॥

মিথঃ প্রেমোদ্ঘূর্ণদ্রসিক-মিথুনাক্রীড়মনিশং
তদেবাধ্যাসীনং প্রবিশতি পদে ক্বাপি মধুরে ॥১৫॥

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ-রম্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ—

নাহং বেদ্মি কথং নু মাধব-পদাম্ভোজদ্বয়ী ধ্যায়তে
কা বা শ্রীশুক-নারদাদি-কলিতে মার্গেঽস্তি মে যোগ্যতা।
তস্মাদ্ভদ্রমভদ্রমেব যদি নামাস্তাং মমৈকঃ পরো
রাধা-কেলিনিকুঞ্জ-মঞ্জুলতরঃ শ্রীগোদ্রুমো জীবনম্ ॥১৬॥

---

রাধাকৃষ্ণ-সম্মেলন রসের সাগর।
গৌরাঙ্গের ব্রজ নবদ্বীপ মনোহর ॥
সে দুয়ের প্রেমোদ্ঘূর্ণ রসলীলাপুর।
নবদ্বীপ হয় ভাই পরম মধুর ॥১৫॥

কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যান নাহি আমি জানি।
শুকাদির আনুগত্যে নহি অভিমানী ॥

---

বিশুদ্ধাদ্বৈত অর্থাৎ ( শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ও শ্রীবৃন্দাবন-নায়ক শ্রীরাধা-গোবিন্দের একাত্ম-স্বরূপে যে অপূর্ব্ব সম্মিলন ( বা প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত ) তাহাই এবার একমাত্র মূর্ত্তবিগ্রহরূপে প্রণয়-রসামৃত-সিন্ধু শ্রীশচীনন্দন কৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্র। কি আশ্চর্য্য! তিনি কোনও এক মধুর দ্বীপাধিষ্ঠানে স্বীয়ধামে শ্রীবৃন্দাবনকেও কৃপাপূর্ব্বক প্রকটিত করাইলেন! সেই অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনধাম পরস্পর প্রেমবশে নিরন্তর প্রমত্ত (পরাশক্তি ও শক্তিমদ্ বিগ্রহ) শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিল্লীলা-সম্ভোগ-ক্রীড়াভূমি। উহা (তদভিন্ন-স্বরূপ) শ্রীনবদ্বীপেই অধিষ্ঠিত থাকিয়াও তাহাতেই এবার প্রবিষ্ট (মিলিত) হইল ॥ ১৫॥

কিরূপে শ্রীমাধবের পাদপদ্মযুগল ধ্যান করিতে হয়, তাহা আমি জানি না; শ্রীশুক-নারদাদি মহাভাগবতগণ-সেবিতমার্গে ভজন করিবার আমার

শিব-ব্রহ্মাদিরও দুর্জ্ঞেয় বেদগুহ্য রাধারমণপ্রিয়
শ্রীনবদ্বীপ-ধামবাস-লালসা—

যৎসীমানমপি স্পৃশেন্ন নিগমো দূরাৎ পরং লক্ষ্যতে
কিঞ্চিদ্ গূঢ়তয়া যদেব পরমানন্দোৎসবৈকাবধিঃ।
যন্মাধুর্য্যকলাপ্যবেদি ন শিব-স্বায়ম্ভুবাদ্যৈরহং
তচ্ছ্রীমন্নবখণ্ডধাম-রসদং বিন্দামি রাধাপতেঃ ॥১৭॥

শ্রীগোদ্রুম-ধামসেবা-নিষ্ঠা—

ছিদ্যেত খণ্ডশ ইদং যদি মে শরীরং
ঘোরা বিপদ্বিততয়ো যদি বা পতন্তি।

---

অতএব শুভাশুভ যে হউক ফল।
রাধাকুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম আমার সম্বল ॥১৬॥

যে ধামের সীমা বেদ স্পর্শিতে না পারে।
পরানন্দোৎসব গূঢ়রূপে যথা স্ফুরে ॥
ব্রহ্মা, শিব যাঁহার মাধুর্য্য নাহি জানে।
কবে বা বসিব সেই নবদ্বীপ-স্থানে ॥১৭॥

---

যোগ্যতাই বা কোথায়! অতএব, আমার শুভাশুভ যাহাই হউক, শ্রীরাধিকার কেলি-নিকুঞ্জদ্বারা অতি রমণীয় একমাত্র পরমধাম "শ্রীগোদ্রুম"ই আমার জীবন ॥১৬॥

বেদ যাঁহার সীমাও স্পর্শ করিতে পারেন না, পরন্তু দূর হইতে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করেন মাত্র, যে-স্থানে অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ-মহোৎসবের একান্ত অবধি নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত, শিব-স্বয়ম্ভু প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার মাধুর্য্যের কণামাত্রও অবগত নহেন, শ্রীরাধিকা-রমণের সেই প্রেমপ্রদ নবদ্বীপধাম কবে আমি লাভ করিব?১৭॥

হা হন্ত হন্ত ন তথাপি মমেহ ভূয়াৎ
শ্রীগোদ্রুমাদিতর-তীর্থপদে পিপাসা ॥১৮॥

প্রাকৃত-ভোগলালসা পরিত্যাগপূর্ব্বক রাধাগোবিন্দের মধুর-লীলা-দর্শন-বাসনার সহিত শ্রীনবদ্বীপ-বাস-লালসা—

স্বয়ং-পতিত-পত্রকাণ্যমৃতবৎ ক্ষুধা ভক্ষয়ন্
তৃষা ত্রিদিববন্দিনী-শুচিপয়োঽঞ্জলীভিঃ পিবন্।
কদা মধুর-রাধিকা-রমণ-রাস-কেলিস্থলীং
বিলোক্য রসমগ্নধীরধিবসামি গৌরাটবীম্ ॥১৯॥

---

যদিও শরীর মোর খণ্ড খণ্ড হয়।
বিষম বিপত্তি-জাল মস্তকে পড়য় ॥
তথাপি গোদ্রুম ছাড়ি অন্যতীর্থ পদে।
না হউ আমার আশা সম্পদে বিপদে ॥১৮॥

কবে বা পতিতপত্রে ক্ষুধা নিবারিয়া।
গঙ্গাজলে তৃষ্ণা নাশি অঞ্জলি ভরিয়া ॥
কৃষ্ণ-রাসস্থলী দেখি রস-মগ্নান্তরে।
বসিব শ্রীনবদ্বীপ-কানন-ভিতরে ॥১৯॥

---

যদি আমার এই দেহ খণ্ড-খণ্ডরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, কিম্বা যদি বিষম-বিপত্তিজালও আমার উপর পতিত হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ; কিন্তু হায়! তথাপি ইহ-জীবনে শ্রীগোদ্রুম ভিন্ন অন্য তীর্থপদের জন্য যেন কদাচ আমার অভিলাষ না হয় ॥১৮॥

কবে বৃক্ষ হইতে স্বয়ং-পতিত পত্ররাজি অমৃতের ন্যায় ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করিব? কবে অঞ্জলি অঞ্জলি সুরধুনীর পূতবারি পান করিয়া

ব্রহ্মাদিরও প্রণম্য নবদ্বীপবাসীরই পুরুষার্থ-চিন্তামণি করতলগত—

তেনাকারি সমস্ত এব ভগবদ্ধর্ম্মোঽপি তেনাদ্ভুতঃ
সর্ব্বস্মাৎ পুরুষার্থতোঽপি পরমঃ কশ্চিৎ করস্থীকৃতঃ।
তেনাধায়ি সমস্তমূর্দ্ধনি পদং ব্রহ্মাদয়স্তং নম-
স্ত্যাদেহান্তমধারি যেন বসতৌ খণ্ডে নবে নিশ্চয়ঃ ॥২০॥

পশুপক্ষীকেও প্রেম-প্রদানকারী নবদ্বীপধামের প্রতি নমস্কার—

খগবৃন্দং পশুবৃন্দং দ্রুমবৃন্দমুন্মদপ্রেম্নঃ।
প্রীণয়দমৃতরসৈর্নবদ্বীপাখ্যং বনং নমত ॥ ২১ ॥

---

নবদ্বীপ-ধামে যাঁর নিশ্চয় বসতি।
অবশ্য হয়েছে তাঁর সাধুধর্ম্মে মতি ॥
পুরুষার্থাধিকতত্ত্ব তাঁর করতলে।
ব্রহ্মাদি-প্রণম্য তিনি কৃষ্ণ-কৃপাবলে ॥২০॥

নমি আমি নবদ্বীপ নাম গৌরপুর।
যাঁহার পীযূষরস অতীব প্রচুর ॥

---

পিপাসার শান্তি করিব? আর কবেই বা শ্রীরাধিকারমণের মধুর রাসকেলি-স্থান দর্শনপূর্ব্বক প্রেমরসে চিত্ত মগ্ন করিয়া গৌরাটবীতে বাস করিব?১৯॥

তিনিই সমস্ত ভগবদ্ধর্ম্মের আচরণ করিয়াছেন, তিনিই নিখিল-পুরুষার্থ হইতেও শ্রেষ্ঠতম কোন অপূর্ব্ব বস্তু করতলগত করিয়াছেন (অর্থাৎ নিখিল-পুরুষার্থ-শিরোমণি অনর্পিতচর প্রেমসম্পত্তি লাভ করিয়াছেন), তিনিই সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, ব্রহ্মাদি-দেবগণ তাঁহারই নিকট অবনত হন, যিনি দেহান্তকাল পর্য্যন্ত নবদ্বীপে বাস-বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন ॥২০॥

পণ্ডিতগণের অন্যতীর্থে অভিলাষ থাকিলেও সুপণ্ডিত ও সুদার্শনিক গৌর-ভক্তগণের রাধামাধব-প্রিয় নবদ্বীপধামাশ্রয়েই অভিরুচি—

ভক্ত্যৈকয়ান্যত্র কৃতার্থমানিনো ধীরাস্তদেতন্ন বয়ন্তু বিদ্মঃ।
শ্রীরাধিকামাধববল্লভং নঃ সদা নবদ্বীপবনন্তু সংশ্রয়ঃ॥ ২২ ॥

উন্নতোজ্জ্বল-ভক্তিসারবীজ গৌরবন-সেবায়ই জীব পরিপূর্ণকাম—

দোষাকরোঽহং গুণলেশহীনঃ সর্ব্বাধমো দুর্ল্লভবস্তুকাঙ্ক্ষী।
গৌরাটবীমুজ্জ্বল-ভক্তিসারবীজং কদা প্রাপ্য ভবামি পূর্ণঃ॥২৩॥

---

খগ-পশু-দ্রুম-বল্লীগণকে মাতায়।
প্রেমমত্ত করি মোর চিত্তকে নাচায়॥২১॥
অনেক পণ্ডিতগণ একত্র মানসে।
কৃতার্থ মানয় অন্য তীর্থের মানসে॥
সে সব আমরা নাহি বুঝিবারে পারি।
নবদ্বীপবন মাত্র আশ্রয় বিচারি॥২২॥
সর্ব্বদোষাকর আমি গুণলেশহীন।
দুর্ল্লভ পদার্থ মাগি সর্ব্বাধম দীন॥
কবে সে উজ্জ্বলভক্তি-সার-বীজরূপ।
গৌড়াটবী লভি হব পূর্ণরসকূপ॥২৩॥

---

যে নবদ্বীপ-বন হর্ষগর্ব্বান্বিত প্রেম-পীযূষরস-কদম্বদ্বারা মৃগ-বিহগ-বিটপী-কুলকে প্রেমোন্মত্ত করিতেছেন, সেই নবদ্বীপ-বনকে নমস্কার কর॥ ২১ ॥

অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নবদ্বীপ ব্যতীত অন্যতীর্থের মানসে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন, কিন্তু আমরা ইহা বুঝিতে পারি না। অনন্যভক্তিদ্বারা শ্রীরাধামাধবপ্রিয় ( লীলাশক্তিরূপ-শ্রীধাম ) "নবদ্বীপ-বনই" আমাদিগের নিত্য আশ্রয়স্থল ॥ ২২ ॥

গৌরবনের স্বরূপ—

শুদ্ধোজ্জ্বল-প্রেমরসামৃতাব্ধেরনন্তপারস্য কিমপ্যুদারম্।
রাধাপ্রদত্তং যদপূর্ব্বসারং তদেব গৌরাঙ্গবনং গতির্মে ॥২৪॥

নিরপরাধে একান্তভাবে নবদ্বীপধাম-সেবাফলে সর্ব্বসাধন-
বিহীনেরও পরমপ্রয়োজন লাভ—

সর্ব্বসাধনহীনোঽপি নবদ্বীপৈক-সংশ্রয়ঃ।
যঃ কোঽপি প্রাপ্নুয়াদেব রাধাপ্রিয়-রসোৎসবম্ ॥ ২৫॥

---

শুদ্ধোজ্জ্বল প্রেমরস অমৃত অপার।
সাগর অপূর্ব্ব অংশ রাধাদত্ত-সার ॥
গৌরাঙ্গ-কানন হয় অদ্ভুত এ ভবে।
সেই বন মম গতি কত দিনে হবে ॥২৪॥
সকল সাধনহীন হইয়াও নর।
করে যদি নবদ্বীপবন-মাঝে ঘর ॥
ধামের বিচিত্র শক্তি হঠাৎ তাহারে।
রাধাকান্ত-রাসোৎসবে রতি দিতে পারে ॥২৫॥

---

(সর্ব্ব) দোষের আকর, গুণলেশশূন্য, সর্ব্বাপেক্ষা অধম হইয়াও দুর্ল্লভ বস্তু-লাভে অভিলাষী—আমি কবে উজ্জ্বল ভক্তিসারবীজ গৌরাটবী আশ্রয় করিয়া পূর্ণকাম হইব? ২৩॥

বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল ও অনন্তপার প্রেমরস-সুধাসিন্ধুর শ্রীরাধাপ্রদত্ত কোন অনির্ব্বচনীয় ঔদার্য্য-রসময় অপূর্ব্ব সার শ্রীগৌরাঙ্গ-কাননই আমার একমাত্র গতি (হউক)॥ ২৪॥

সর্ব্বসাধনহীন হইয়াও যে-কোনও ব্যক্তি যদি শ্রীধাম-নবদ্বীপকেই একান্ত-ভাবে (ধামাপরাধশূন্য হইয়া) আশ্রয় করেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি শ্রীবার্ষ-ভানবীর প্রিয় রাসোৎসব প্রাপ্ত হন॥২৫॥

নবদ্বীপাশ্রয়-নিষ্ঠা—

ত্যজন্তু স্বজনাঃ কামং দেহবৃত্তিশ্চ মাহস্তু বা।
ন নবদ্বীপ-সীমাতঃ পদং মে চলতু ক্বচিৎ ॥ ২৬ ॥

নবদ্বীপধাম-সেবার প্রতিকূলাচরণকারী নিজজনও পর, সুতরাং দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাজ্য—

সা মে ন মাতা স চ মে পিতা ন
স মে ন বন্ধুঃ স চ মে সখা ন।
স মে ন মিত্রং স চ মে গুরুর্ন-
যো মে ন রাধাবন-বাসমিচ্ছেৎ ॥ ২৭ ॥

---

আমার স্বজনগণ ছাড়ুক আমারে।
দেহবৃত্তি অচল হউক একেবারে ॥
তথাপিও চিদানন্দ নবদ্বীপ হ'তে।
চরণ আমার নাই যাউ অন্য পথে ॥২৬॥

শ্রীরাধার বনে নবদ্বীপ মহাধন।
তাহাতে বসিতে বাধা করেন যে-জন ॥
মাতাপিতা-বন্ধু-সখা-মিত্র গুরু আর।
কোনই সম্বন্ধ নাহি আমার তাঁহার ॥২৭॥

---

আমার স্বজনগণ আমাকে পরিত্যাগ করুক্, অথবা আমার দেহবৃত্তিই অচল হউক্, তথাপি নবদ্বীপ-সীমা হইতে আমার পদ যেন কুত্রাপি গমন না করে ॥ ২৬ ॥

আমার সেই 'পিতা' 'পিতা' নহে, সেই 'মাতা' 'মাতা' নহে, সেই 'বন্ধু' বন্ধু নহে, সেই 'সখা' (হিতৈষী) 'সখা' নহে, সেই 'মিত্র' ( উপকারক ) 'মিত্র' নহে, সেই 'গুরু' 'গুরু' নহে, যে আমার "রাধাবন" শ্রীনবদ্বীপ-বাসের প্রতিকূল ॥ ২৭ ॥

জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত শ্রীগোদ্রুম-বাস-সৌভাগ্য-লালসা—

কিমেতাদৃগ্ ভাগ্যং মম কলুষমূর্ত্তেরপি ভবে-
ন্নিবাসো দেহান্তাবধির্যদিহ তদ্ গোদ্রুমভুবি।
তয়োঃ শ্রীদম্পত্যোর্নব-নব-বিলাসৈর্বিহরতোঃ
পদজ্যোতিঃপূরৈরপি তু মম সঙ্গোঽপি ভবিতা ॥ ২৮ ॥

মায়াঞ্জনাবৃতচক্ষু গৌরবনসম্বন্ধি-বস্তুকে জড়প্রায় দেখিলেও ধামের স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় বস্তুই চিদানন্দময়—

ভূতং স্থাবর-জঙ্গমাত্মকমহো যত্র প্রবিষ্টং কিম-
প্যানন্দৈকঘনাকৃতি-স্বমহসা নিত্যোৎসবং ভাসতে।
মায়ান্ধীকৃত-দৃষ্টিভিস্তু কলিতং নানাবিরূপাত্মকং
তদ্‌গৌরাঙ্গপুরং কদাধিবসতঃ স্যান্মে তনুশ্চিন্ময়ী ॥২৯॥

---

কলুষ-স্বরূপ আমি এভাগ্য কি পাব।
মরণান্তে শ্রীগোদ্রুমে বসতি করিব ॥
সেই বনে রাধাকৃষ্ণ বিহার-সময়।
পদ-জ্যোতিঃ দেখি হবে আনন্দ উদয় ॥ ২৮ ॥
যে ধামে প্রবিষ্ট হয়ে জঙ্গম-স্থাবর।
ঘনানন্দ মহোৎসবে ভাসে নিরন্তর ॥
মায়া যার জড়দৃষ্টি দিয়াছে নয়নে।
জড়ময় দেখে সেই নবদ্বীপ-বনে ॥

---

আমার মত পাপ-প্রতিমূর্ত্তির কি এমন ভাগ্য হইবে যে, দেহান্ত পর্য্যন্ত সেই গোদ্রুমস্থলীতেই বাস করিতে পারিব? সেই গোদ্রুমে নবনব-বিলাসে বিহরণ-শীল ব্রজনব-যুবদ্বন্দ্বের শ্রীচরণজ্যোতিঃ-প্রবাহের সহিত কি আমার সঙ্গ সম্বন্ধ) ঘটিবে? ॥ ২৮ ॥

সম্বন্ধ-কৌশলের সহিত ধামপ্রবেশকারী জীবমাত্রেরই সচ্চিদানন্দ-রূপতা-প্রাপ্তি ; উহা বহির্ম্মুখ-দৃষ্টির অগোচর—

যত্র প্রবিষ্টঃ সকলোঽপি জন্তুঃ সর্ব্বঃ পদার্থোঽপ্যবুধৈরদৃশ্যঃ।
সানন্দ-সম্বিদ্-ঘনতামুপৈতি তদেব গৌরাঙ্গপুরং শ্রয়ামি ॥৩০॥

নিরপরাধ-ধামাশ্রিত জীবগণের নিন্দাকারী শ্রীকৃষ্ণচরণে অপরাধী, সুতরাং বঞ্চিত—

যে শ্রীনবদ্বীপগতেষু দোষান্ আরোপয়ন্তি স্থিরজঙ্গমেষু।
আনন্দমূর্ত্তিষ্বপরাধিনস্তে শ্রীরাধিকা-মাধবয়োঃ কথং স্যুঃ ॥৩১॥

---

অতএব আমার প্রার্থনা গৌরপুরে।
বসিয়া চিন্ময়স্ফূর্ত্তি পাই এ শরীরে ॥ ২৯ ॥
সম্বন্ধ-কৌশলে সেই ধামে প্রবেশিলে।
সর্ব্ব জীবে আনন্দ-সম্বিদ্‌ভাব মিলে ॥
অত্যাত্ত্বিক বহির্ম্মুখ দেখিতে না পায়।
দিউন গৌরাঙ্গপুর আশ্রয় আমায় ॥ ৩০ ॥

---

অহো ! স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতনিবহ যে-স্থানে প্রবিষ্ট হইবামাত্র কি এক অনির্ব্বচনীয় ঘনানন্দস্বরূপ স্বানন্দে বিভোর হইয়া নিত্যোৎসবে ভাসমান্ হইতে থাকে, মায়ামোহান্ধ চক্ষুর নিকট যে-স্থান ( চিন্ময়ধাম ) নানাবিধ ( জড়ময় ) বিরূপাত্মক বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেই শ্রীগৌরাঙ্গপুরে বাস করিয়া কবে আমার চিন্ময়ী তনু লাভ হইবে ? ২৯ ॥

যে-স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বজীবই আনন্দ-সম্বলিত চিদ্‌ঘনতা ( সম্বিতের সার, রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান ) লাভ করে, যে-স্থানের পদার্থনিচয় বহির্ম্মুখজনগণের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না, আমি সেই 'শ্রীগৌরাঙ্গপুর'কেই আশ্রয় করি ॥ ৩০ ॥

নিরপরাধ-ধামাশ্রিত পুরুষের নিন্দাকারী, শ্রীমায়াপুরের বিরোধী,
গোদ্রুমের সহিত অন্যতীর্থের সাম্যবুদ্ধিকারী ও ধামসেবানন্দকে
জড়ানন্দ-জ্ঞানকারী ব্যক্তি দুঃসঙ্গজ্ঞানে অসম্ভাষ্য—

যে গৌরস্থলবাসিনিন্দনরতা যে বা ন মায়াপুরং
শ্লাঘন্তে তুলয়ন্তি যে চ কুধিয়ঃ কেনাপি তং গোদ্রুমম্।
যে মোদদ্রুমমত্র নিত্যসুখচিদ্রূপং সহন্তেন বা
তৈঃ পাপিষ্ঠনরাধমৈর্ন ভবতু স্বপ্নেঽপি মে সঙ্গতিঃ ॥৩২॥

———

সম্বন্ধ-আশ্রিত জীবে দোষদৃষ্টি যার।
আনন্দ-স্বরূপে অপরাধ হয় তার ॥
যত দিন সেই অপরাধ নাহি যায়।
রাধাকৃষ্ণ-সুসম্বন্ধ মিলিবে কোথায় ॥ ৩১ ॥

নবদ্বীপবাসি-নিন্দারত যেই জন।
যেবা নাহি করে মায়াপুরের পূজন ॥
অন্য তীর্থে যে মূর্খ গোদ্রুম-সম জানে।
মোদদ্রুম-সুখ চিৎ-স্বরূপ না মানে ॥
সে পাপিষ্ঠ নরাধম সহিত সঙ্গতি।
স্বপ্নেও না হয় যেন বিষম দুর্গতি ॥ ৩২ ॥

---

যাহারা সম্বন্ধজ্ঞানাশ্রিত শ্রীধাম-নবদ্বীপের আনন্দময় স্বরূপ স্থাবর-জঙ্গমের প্রতি দোষারোপ করে, সেই অপরাধী ব্যক্তিগণ কিরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ লাভ করিবে? ৩১ ॥

যাহারা গৌরস্থলবাসি-জনগণের নিন্দায় রত থাকে, অথবা যাহারা মায়াপুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে, কিম্বা যে-সকল দুর্ব্বুদ্ধি-জন

পাপাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক গৌরধামাশ্রয়কারী পুরুষেরই বৃন্দাবনসম্পত্তি-প্রাপ্তি—

পরধন-পরদার-দ্বেষ-মাৎসর্য্য লোভা-
নৃত-পরুষ-পরাভিদ্রোহ-মিথ্যাভিলাপান্।
ত্যজতি য ইহ ভক্তঃ শ্রীনবদ্বীপধাম্নি
ন খলু ভবতি বন্ধ্যা তস্য বৃন্দাবনাশা ॥৩৩॥

গৌরধাম-বাস-নিষ্ঠার অনুকূল কার্য্যই ভক্তি, তৎপ্রতিকূল যাবতীয় তথাকথিত ধর্ম্মও অধর্ম্ম বা পাপ—

কুরু সকলমধর্ম্মং মুঞ্চ সর্ব্বং স্বধর্ম্মং
ত্যজ গুরুমপি গৌড়ারণ্যবাসানুরোধাৎ।
স তব পরমধর্ম্মঃ সা চ ভক্তিগুর্ব্বণাং
স কিল কলুষরাশির্যদ্ধি বাসান্তরায় ॥৩৪॥

---

চৌর্য্য, লম্পটতা, দ্বেষ, মৎসরতা, লোভ।
মিথ্যাবাক্য, সুদুর্ব্বাক্য, পরদ্রোহ, স্তোভ॥
ত্যজিয়া যে জন করে গৌরপুরাশ্রয়।
বৃন্দাবন-আশা তার বন্ধ্যা নাহি হয়॥ ৩৩॥

নবদ্বীপ-বাস লাগি করয় অধর্ম্ম।
ত্যজে গুরুজন আর সকল স্বধর্ম্ম॥

---

"গোদ্রুমের" সহিত অন্যস্থানের তুলনা করে এবং "মোদদ্রুমকে" এই প্রপঞ্চে প্রকটিত নিত্য-চিৎসুখস্বরূপ মনে না করে, সেইসকল পাপিষ্ঠ নরাধমের সহিত স্বপ্নেও যেন আমার সঙ্গ না ঘটে॥ ৩২॥

ঔদার্য্যধাম গৌরবনাশ্রয়ে জীবের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী—

নির্ম্মর্য্যাদাশ্চর্য্য-কারুণ্যপূর্ণং
গৌরারণ্য য নবদ্বীপ-ধাম।
ষ কোঽপ্যস্মিন্ যাদৃশস্তাদৃশো বা
দেহস্যান্তে প্রাপ্নুয়াদেব সিদ্ধিম্ ॥৩৫॥

---

তাহে তার দোষ কিবা এই মাত্র সার।
যাহে গৌড়বাস বাধা সেই পাপভার ॥ ৩৪ ॥

আশ্চর্য্য কারুণ্যপূর্ণ শ্রীগৌড়নগরী।
সর্ব্বশাস্ত্রে লেখে তার মহিমা বিস্তারি ॥
যে সে রূপে থাকি জীব নবদ্বীপ ধামে।
দেহান্তে লভিছে সিদ্ধি শ্রীগৌরাঙ্গ নামে ॥ ৩৫ ॥

---

পরধন, পরদার, দ্বেষ, মাৎসর্য্য, লোভ, মিথ্যা ও কর্ক্কশভাষণ, পরদ্রোহ এবং স্তোভ বা বৃথালাপাদি পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি শ্রীনবদ্বীপ-ধামের ভজনা করেন, তাঁহার বৃন্দাবন-লাভের আশা কখনও বন্ধ্যা (বিফলা) হয় না ॥ ৩৩ ॥

'নবদ্বীপ'-বাসের অনুরোধে অশেষ অধর্ম্মেরই (অর্থাৎ লৌকিক বা অক্ষজবিচারে যাহা অধর্ম্ম বলিয়া বিচারিত) অনুষ্ঠান কর, কিম্বা সকল স্বধর্ম্ম (বর্ণাশ্রমাদি), এমন কি গুরুজনকেও (পিতামাতা প্রভৃতি লৌকিকগুরু) যদি ত্যাগ কর, তবে তাহা তোমার পরমধর্ম্ম বলিয়া গণ্য, এবং তাহাই গুরুজনের প্রতি ভক্তি বলিয়াও গ্রাহ্য; পরন্তু নবদ্বীপবাসের যাহা অন্তরায়, তাহাই পাপরাশি বলিয়া পরিগণিত ॥ ৩৪ ॥

যাহা "নবদ্বীপ-ধাম" বলিয়া আখ্যাত, সেই অসীম ও আশ্চর্য্য-কারুণ্য-পূর্ণ গৌরারণ্যে, যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন ভাবেই (ধামাপরাধশূন্য হইয়া)

লৌকিক ও বৈদিকধর্ম্ম-কাননে ক্ষত-বিক্ষত না হইয়া অবিলম্বে দীনতার সহিত শ্রীগোদ্রুমবন আশ্রয় করাই বুদ্ধিমত্তা—

ন লোক-বেদোদিত-মার্গভেদৈ-
রাবিশ্য সংক্লিশ্যত রে বিমূঢ়াঃ।
হঠেন সর্ব্বং পরিহৃত্য গৌড়ে
শ্রীগোদ্রুমে পর্ণকুটীং কুরুধ্বম্ ॥৩৬॥

নানা মনোধর্ম্মোত্থ-মতবাদ দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগপূর্ব্বক ঔদার্য্যধাম গৌরধামাশ্রয়নিষ্ঠা—

যত্তজ্জল্পন্তু শাস্ত্রাণ্যহহ ! জনতয়া গৃহ্যতাং যত্তদেব
স্বং স্বং যত্তন্মতং স্থাপয়তু লঘুমতিস্তর্কমাত্রে প্রবীণঃ।
অস্মাকন্তু জ্জ্বলৈকোন্মদ-বিমলরস-প্রেমপীযূষমূর্ত্তে
রাধাভাবাপ্তিলীলাটবীমিহ ন বিনান্যত্র নির্য্যাতি চেতঃ ॥৩৭॥

---

ওহে মূর্খ জীব, তুমি লোক-বেদাশ্রয়ে।
আচরি বহুল ধর্ম্ম আছ ক্লিষ্ট হয়ে॥
হঠাৎ ছাড়িয়া সব পথ অনিশ্চিত।
শ্রীগোদ্রুমে পর্ণকুটি করহ বিহিত॥ ৩৬॥

---

অবস্থান করুন না কেন, দেহান্তে তিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন॥ ৩৫॥

ওহে মূঢ় জীবগণ! তোমরা বৈদিক ও লৌকিকভেদে বিভিন্ন মার্গসমূহ আশ্রয় করিয়া (বৃথা) ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছ, বলপূর্ব্বক (অর্থাৎ হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া চিদ্‌বলে বলী হইয়া) সকল পরিত্যাগ করিয়া গৌড়দেশে "শ্রীগোদ্রুম"-স্থলীতে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান কর॥ ৩৬॥

অনর্গল-প্রেমামৃতাকর-গৌরবনে রতিলাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা—

অপার-করুণাকরং ব্রজবিলাসিনী-নাগরং
মুহুঃ সুবহু-কাকুভির্নতিভিরেতদভ্যর্থয়ে।
অনর্গলবহন্মহাপ্রণয়সীধুসিন্ধৌ মম
ক্বচিজ্জনুষি জায়তাং রতিরিহৈব খণ্ডে নবে ॥৩৮॥

---

শাস্ত্র সব নানাবিধ করুক জল্পনা।
অতাত্ত্বিক জন তাহা করুক ধারণা ॥
তর্কপটু লঘুমতি বিতর্ক করিয়া।
স্থাপুক বিচিত্র মত দেশে দেশে গিয়া ॥
আমরা সে সব ছাড়ি উজ্জ্বল বিমল।
রস-প্রেম-সুধা-সার যেথানে সম্বল ॥
সেই রাধা-ভাবান্বিত পুরুষের স্থান।
ছাড়িয়া কোথাও নাহি করিব প্রস্থান ॥ ৩৭ ॥

অপারকরুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণচরণে।
পড়িয়া কাঁদিয়া আমি বলি সর্ব্বক্ষণে ॥
তব অনর্গল প্রেমসিন্ধু-গৌরবনে ॥
কোন জন্মে রতি যেন দিও অকিঞ্চনে ॥ ৩৮ ॥

---

অহো! শাস্ত্রসমূহ নানাবিধ জল্পনাই করুক্, (অতাত্ত্বিক) জনসমূহ সেই সকল গ্রহণই করুক্, শুষ্কতর্কমাত্রে প্রবীণ ক্ষুদ্রবুদ্ধি (হৈতুক) তার্কিককুল নিজ নিজ মত স্থাপনই করুক্, আমাদের চিত্ত কিন্তু উন্নতোজ্জ্বল, হর্ষ-গর্ব্বাদি অপ্রাকৃতভাব-সমন্বিত বিমল প্রেম-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীভগবানের রাধাভাবসম্বন্ধী লীলাকানন ব্যতীত অন্যত্র যাইতে চায় না ॥ ৩৭ ॥

অপার করুণানিধান সেই ব্রজবিলাসিনী-নাগর শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে বারম্বার কাকুবাক্যে নত হইয়া এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, যেখানে অনর্গল মহা-প্রেমামৃত-সিন্ধু প্রবাহিত হইতেছে, একমাত্র সেই নবদ্বীপেই যেন কোন না কোন জন্মে আমার রতি উৎপন্ন হয় ॥৩৮ ॥

শ্রীমায়াপুর-ধাম-সেবাফলে সুদুরাচারেরও সর্ব্বসাধুত্ব প্রাপ্তি—

নানামার্গরতোঽপি দুর্ম্মতিরপি ত্যক্তস্বধর্ম্মোঽপি হি
স্বচ্ছন্দাচরিতোঽপি দূর-ভগবৎসম্বন্ধ-গন্ধোঽপি চ।
কুর্ব্বন্ যত্র চ কামলোভবশতো বাসং সমস্তোত্তমং
যায়াদেব রসাত্মকং পরমহং তন্নৌমি "মায়াপুরম্" ॥৩৯॥

শ্রীনবদ্বীপেই ভক্তিসুখ-মাধুরীর পরাকাষ্ঠা বিরাজিত—

ইহ সকলসুখেভ্যঃ সূত্তমং ভক্তিসৌখ্যং
তদপি চরমকাষ্ঠাং সম্যগাপ্নোতি যত্র।
তদপি পরমপুংসঃ শ্রীনবদ্বীপধাম
নিখিল-নিগম-গূঢ়ং মূঢ়বুদ্ধির্ন বেদ ॥৪০॥

---

চঞ্চল, দুর্ম্মতি আর স্বধর্ম্ম-বিরত।
দুরাচার, গৌরচন্দ্র-সম্বন্ধ-রহিত ॥
কাম লোভে যথা আসি অত্যুত্তম হয়।
নমি সেই মায়াপুর রসের নিলয় ॥ ৩৯ ॥

সর্ব্বসুখসার ভক্তিসুখ সুনির্ম্মল।
পাই যেই নবদ্বীপ সেই গৌরস্থল ॥
বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব, অচিন্ত্য অপার।
মূঢ়বুদ্ধি জন তত্ত্ব না জানে তাহার ॥ ৪০ ॥

---

নানামার্গরত অর্থাৎ মনোধর্ম্মাশ্রয়-হেতু চঞ্চলমতি, অতি দুর্ম্মতি, স্বধর্ম্মাচার-বিরত, স্বেচ্ছাচারী, ভগবৎ-সম্বন্ধগন্ধ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তিগণও কামলোভবশে যে নবদ্বীপে বাস করিয়া সর্ব্বোত্তমত্ব প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ সর্ব্বদোষ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বভক্তিগুণাকর হয়), সেই পরমশ্রেষ্ঠ রস-নিলয় শ্রীমায়াপুরকে আমি স্তব করি ॥ ৩৯ ॥

এই সংসারে সর্ব্বপ্রকার সুখ হইতে ভক্তিসুখই শ্রেষ্ঠতম; তাহাও আবার শ্রীধাম নবদ্বীপেই চরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি পরমপুরুষ শ্রীভগবানের নিখিল বেদগুহ্য নবদ্বীপধাম-তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না ॥ ৪০ ॥

অচিন্ত্যশক্তিশালী অপরাধভঞ্জনক্ষেত্র, প্রেমরসদ কোলদ্বীপ—

ভজন্তমপি দেবতান্তরমথাক্ষর-ব্রহ্মণি
স্থিতং পশুবদেব বা বিষয়-ভোগ-মাত্রে রতম্।
অচিন্ত্য-নিজশক্তিতঃ স্বগত-রাধিকা-মাধব-
প্রগাঢ়রস-মোহিতং কুরুত এব কোলাটবী ॥৪১॥

বেদাতীত অচিন্ত্যাদ্ভুত-স্বরূপ শ্রীগোদ্রুমধাম-স্বরূপ-দর্শন-লালসা—

যৎ কোটাংশমপি স্পৃশেন্ন নিগমো যন্ন বিদুর্যোগিনঃ
শ্রীশ-ব্রহ্ম-শুকার্জ্জুনোদ্ধবমুখাঃ পশ্যন্তি যন্ন ক্বচিৎ।
অন্যৎ কিং ব্রজবাসিনামপি ন যদ্দৃশ্যং কদা লোকয়ে
তচ্ছ্রীগোদ্রুম-রূপমদ্ভুতমহং রাধাপদৈকাশ্রয়ঃ ॥৪২॥

---

ভজে অন্য দেব কিম্বা ব্রহ্মজ্ঞানে রত।
অথবা পশুর ন্যায় ভোগেতে বিব্রত ॥
গঙ্গার পশ্চিম-তীরে কোলাটবী-তীরে।
ফেলেন স্বশক্তিক্রমে প্রেম-পারাবারে ॥৪১॥
লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, শুক, অর্জ্জুন, উদ্ধব।
প্রভৃতি না জানে যাঁরে অচিন্ত্যবৈভব ॥
আর কি কহিব বৃন্দাবনবাসী জন।
যে রস না পায় যাহা তথা সংঘটন ॥
সেই শ্রীগোদ্রুমবন অদ্ভুত ব্যাপার।
কবে বা দেখিব পেয়ে রাধা-কৃপা সার ॥৪২॥

---

কেহ অন্য দেবতার ভজনাই করুন, অথবা অক্ষর-ব্রহ্মেই অবস্থিত থাকুন, কিম্বা পশুর ন্যায় একমাত্র বিষয়ভোগেইবা রত হউন্, তাঁহাকে নবদ্বীপান্তর্গত (গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্ত্তী) কোলাটবী নিজ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে স্বগত রাধা-মাধবের নিগূঢ় প্রেমরসে নিশ্চয়ই মোহিত করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা—

দুর্ব্বাসনা সুদৃঢ়রজ্জুশতৈর্নিবদ্ধং
আকৃষ্য সর্ব্বত ইদং স্ববলেন গৌর।
রাধাবনে বিহরতঃ সহ রাধয়া তে
পাদারবিন্দ-সবিধং নয় মানসং মে ॥৪৩॥

নবদ্বীপ চন্দ্রে বিজ্ঞপ্তি—

বশীকর্ত্তুং শক্যো ন হি ন হি মনাগিন্দ্রিয়গণো
গুণোঽভূন্নৈকোঽপি প্রবিশতি সদা দোষনিচয়ঃ।
ক্ব যামঃ কিং কুর্ম্মো হরি হরি ময়ীশোঽপ্যকরুণো
নবদ্বীপে বাসং বত বিতর মামন্যগতিকম্ ॥৪৪॥

---

দুর্ব্বাসনা-রজ্জুশত-বদ্ধ মম মন।
আকর্ষিয়া নিজ-বলে, হে শচীনন্দন ॥
রাধাকুণ্ড শ্রীগোদ্রুমে শ্রীরাধার সহ।
বিহার-সময়ে তব পাদপদ্মে লহ ॥৪৩॥

---

বেদ যাঁহার কোটি অংশের একাংশও স্পর্শ করিতে পারেন না; যোগিগণও যাহা অবগত হইতে পারেন না; লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, শুকদেব, অর্জ্জুন ও উদ্ধবপ্রমুখ ভক্তগণও কখনও যাহা দর্শন করেন নাই; অথবা, অন্যের কথা কি, ব্রজবাসিগণেরও যাহা নয়নগোচর হয় নাই, সেই অদ্ভুত গোদ্রুম-ধামের স্বরূপ একমাত্র রাধা-চরণযুগল আশ্রয় করিয়া কবে আমি দর্শন করিব ॥৪২॥

দুর্ব্বাসনারূপ সুদৃঢ় রজ্জুশতদ্বারা আমার চিত্ত নিবদ্ধ। হে গৌরচন্দ্র, তুমি নিজশক্তিবলে আমার এই চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করিয়া রাধার সহিত রাধাবনে ক্রীড়াশীল তোমার পাদপদ্ম-সন্নিধানে উপনীত কর ॥৪৩॥

নবদ্বীপধামবাস-নিষ্ঠাপ্রার্থনা—

জাতি-প্রাণ-ধনানি যান্তু সুযশোরাশিঃ পরিক্ষীয়তাং
সদ্ধর্ম্মা বিলয়ং প্রয়ান্তু সততং সর্ব্বৈশ্চ নির্ভৎ্স্যতাম্।
আধিব্যাধিশতেন জীর্য্যতু বপুর্লুপ্তপ্রতীকারতঃ
শ্রীগৌরাঙ্গপুরং তথাপি ন মনাক্ ত্যক্তুং মমাস্তাং মতিঃ ॥ ৪৫॥

---

দমিতে ইন্দ্রিয়গণে না পারিনু নাথ!
গুণমাত্র নাহি মোর সর্ব্ব-দোষোৎপাত॥
কোথা যাব, কি করিব, গতিহীন আমি।
নবদ্বীপে স্থান দিয়া কৃপা কর, স্বামি ॥৪৪॥
জাতি, প্রাণ, ধন, যশ, সদ্ধর্ম্ম আমার।
ক্ষয় হউ, সকলে করুন্ তিরস্কার॥
ব্যাধি-জীর্ণ-কলেবর পাউক দুর্গতি।
নবদ্বীপ তথাপি ত্যজিতে নহু মতি ॥৪৫॥

---

আমার ইন্দ্রিয়গণকে আমি কিঞ্চিৎ মাত্রও স্ববশে আনয়ন করিতে পারিতেছি না। আমাতে একটিমাত্র গুণও বিদ্যমান নাই, (অথচ) দোষ-সমূহ সর্ব্বদা আমাতে প্রবেশ করিতেছে! আমি কোথায় যাইব! কি করিব! হরি। হরি! (হায়, হায়!) ভগবান্‌ও আমার প্রতি নির্দ্দয়! অহো অনন্যগতি আমি, (হে নবদ্বীপচন্দ্র) আমাকে শ্রীধাম-নবদ্বীপে বসতি বিতরণ কর॥ ৪৪॥

আমার জাতি, প্রাণ ও ধনসমূহ নষ্ট হউক্; সুযশোরাশি সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হউক্; আমার আচরিত সদ্ধর্ম্মসমূহ বিলয়প্রাপ্ত হউক্; সকলে আমাকে নিরন্তর তিরস্কার করুক্, এবং শত শত মানসিক ও শারীরিক পীড়ায় প্রতিকারাভাবে আমার দেহ জীর্ণ হউক্, তথাপি শ্রীগৌরাঙ্গপুর অর্থাৎ নবদ্বীপ ত্যাগ করিতে যেন একবারও আমার মতি না হয়॥ ৪৫॥

নবদ্বীপৈকানুরক্ত পুরুষগণের বন্দনা—

গৌরারণ্যাদন্যৎ প্রকৃতেরন্তর্ব্বহির্ব্বাপি।
নৈবাস্তি মধুরাবস্থিত্যবিকলিতং যৈর্নমস্তেভ্যঃ ॥ ৪৬ ॥

গৌরসেবারতা শ্রীলীলাশক্তির জয়—

বিভ্রাজত্তিলকা গিরীন্দ্রতনয়া-নীরৌঘ-শুক্লাম্বরো-
দঞ্চৎ কাঞ্চন-চম্পকচ্ছবিরহো নানারসোল্লাসিনী।
কৃষ্ণপ্রেম-পয়োধরেণ রসদেনাত্যন্ত-সম্মোহিনী
শ্রীমিশ্রাত্মজবল্লভা বিজয়তে গৌড়ে তু গৌরাটবী ॥৪৭॥

---

প্রকৃতির মধ্যে বা বাহিরে কভু, ভাই।
নবদ্বীপ সমান মধুর স্থিতি নাই ॥
এই ত সিদ্ধান্ত যাঁর তাঁহার চরণে।
সদা নমস্কার করি আমি মনে মনে ॥৪৬॥
তিলকশোভিতা গঙ্গাজল শুক্লাম্বরা।
কাঞ্চনচম্পকভাসা রসোল্লাসপরা ॥
কৃষ্ণপ্রেম-পয়োধর-রসে সম্মোহিনী।
শোভা পায় গৌরাটবী গৌরাঙ্গমোহিনী ॥৪৭॥

---

প্রকৃতির অন্তরে ও বাহিরে, নবদ্বীপ ব্যতীত আর মধুর বসতিস্থল নিশ্চয়ই নাই,—এইরূপ সিদ্ধান্ত যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার ॥ ৪৬ ॥

অহো! তিলক-সুশোভিতা, জাহ্নবীজলরাশি দ্বারা (প্রক্ষালনহেতু) শুভ্রবসন-পরিহিতা, কাঞ্চন-চম্পক (গৌর)-বর্ণ কোন পুরুষের পূজানিরতা (সেবাতাৎপর্য্যময়ী), নানারসে উল্লসিতা, (আনন্দ)-রস-বর্ষণরত কৃষ্ণ-প্রেম-পয়োধর দ্বারা সৌন্দর্য্যময়ী, জগন্নাথ-মিশ্রতনয় শ্রীগৌরসুন্দরের অতি-

পরমবৈভবশালী নবদ্বীপ নিত্যসেব্য—

যস্মিন্ কোটি-সুরেন্দ্রবৈভবযুতা ভূমীরুহাঃ পোষকাঃ
ভক্তিঃ সদ্বনিতা মহারসময়ী যত্র স্বয়ং শ্লিষ্যতি।
যত্র ব্রহ্মপুরাদি তীর্থনিচয়া ভ্রাজন্তি নানাস্থলে
তদ্দ্বীপং নবসংখ্যকং সুখময়ং কো নাম নালম্বতে ॥৪৮॥

নবদ্বীপবাস-নিন্দকের কৃষ্ণপ্রেমভক্তিলাভ অসম্ভব—

নিন্দন্তি যাবন্নবখণ্ড-বাসং বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস-কন্দে।
তাবন্ন গোবিন্দ-পদারবিন্দে স্বচ্ছন্দ-সদ্ভক্তি-রহস্যলাভঃ ॥৪৯॥

---

সুরেন্দ্রবৈভবযুতা যথা তরুগণ।
মহারসময়ী ভক্তি-বনিতা রঞ্জন ॥
ব্রহ্মপুর আদি তীর্থগণ যথা স্ফুরে।
হেন নবদ্বীপ কেবা আশ্রয় না করে ॥৪৮॥
নবদ্বীপ-বাস প্রতি নিন্দা যতদিন।
ততদিন মানুষ স্বচ্ছন্দ ভক্তিহীন ॥
ততদিন বৃন্দাবনে প্রেমের নিলয়।
গোবিন্দপদারবিন্দে ভক্তি নাহি হয় ॥৪৯॥

---

প্রিয়তমা, গৌড়দেশান্তর্গত গৌরাটবী (শ্বেতদ্বীপ) সর্ব্বতোভাবে বিজয় লাভ করুন্ ॥ ৪৭ ॥

যে-স্থানে বৃক্ষগণ কোটি কোটি সুরেন্দ্রতুল্য বৈভবযুক্ত হইয়া শোভা সম্পাদন করিতেছেন; যে-স্থানে মহারাসময়ী ভক্তিরূপা সাধ্বীবনিতা স্বয়ং আযচিতভাবে) আলিঙ্গন করিতেছেন এবং যে-স্থানে ব্রহ্মপুরাদি তীর্থসমূহ নানাস্থলে দীপ্তিমান্ হইয়া শোভা পাইতেছেন, সেই সুখময় শ্রীধাম-নবদ্বীপকে কোন্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আশ্রয় না করেন? ৪৮ ॥

সৌভাগ্যবানের নবদ্বীপবনে ভ্রমণ-প্রকার—

স্মারং স্মারং নবজলধর-শ্যামলধাম বিদ্যুৎ-
কোটি-জ্যোতিস্তুলতিকয়া রাধয়া শ্লিষ্যমানম্।
উচ্চৈরুচ্চৈঃ সরসসরসং কাকুভির্জৃম্ভমানঃ
প্রেমাবিষ্টো ভ্রমতি সুকৃতী কোঽপি গৌরস্থলীষু ॥৫০॥

গৌরপদাঙ্কিত গৌরধামে প্রেমলালসা—

বিশ্বম্ভরস্য পাদসরোজোপেতস্থলীষু নির্ভরপ্রেম্না হরি হরি।
কদা লুঠামি প্রতিপদ-গলদশ্রুরুল্লসৎ পুলকঃ ॥ ৫১ ॥

———

বিদ্যুৎকোটি প্রভাময়ী রাধা-আলিঙ্গিত।
নবজলধর শ্যাম ধ্যানে সমাহিত ॥
উচ্চৈঃস্বরে তীর্থে তীর্থে কাকুতি করিয়া।
গৌরধামে ফিরে কৃতী প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥৫০॥

গৌরপাদপদ্মপূত নবখণ্ড বনে।
কবে আমি প্রেমপূর্ণ হয়ে মনে মনে ॥
প্রতিপদে গলদশ্রু-পুলক-উল্লাসে।
'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া লুঠিব অনায়াসে ॥৫১॥

---

জীবকুল যতদিন নবদ্বীপবাসকে নিন্দা করিবে, ততদিন তাহাদের শ্রীধাম-বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস মূল শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দে সুষ্ঠু প্রেমভক্তি লাভ হইবে না ॥ ৪৯ ॥

কোটী-সৌদামিনী-প্রভাময়ী শ্রীরাধিকার তনুলতিকা দ্বারা আলিঙ্গিত নব-জলধর-শ্যামলকান্তি শ্রীকৃষ্ণকে অর্থাৎ কাঞ্চন-পঞ্চালিকার গৌরকান্তিতে সর্ব্বাঙ্গাবৃত রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপকে স্মরণ করিতে করিতে,

রাধাভাব-সুবলিত-কৃষ্ণের ধাম-আশ্রয়কারী পুরুষেরই নিগূঢ়
প্রেমসম্পত্তি প্রাপ্ত—

পূর্ণোজ্জ্বলং প্রেমরসৈক-মূর্ত্তির্যত্রৈব রাধাবলিতো হরির্মে ।
তদেব গৌরস্থলমাশ্রিতানাং ভবেৎ পরং ভক্তি-রহস্যলাভঃ ॥৫২॥

বহির্ম্মুখ-লোকের শত চীৎকারেও ধামসেবানন্দীর উদ্বেগহীনতা—

চণ্ডাল-শ্ব-খরাদিবৎ যদি জনাঃ কুর্ব্বন্তি সর্ব্বে তির-
স্কারং দুর্ব্বিষহঞ্চ তেন ন হি মে খেদোঽস্ত্বণীয়ানপি ।
শ্রীকৃষ্ণ-শ্রবণাদিকা তু নবধা রাগানুগা চাত্মদা
ভক্তির্যদ্ গ্রহসংখ্যকে বিজয়তে তত্রৈব খণ্ডে স্থিতিঃ ॥৫৩॥

— —

পূর্ণোজ্জ্বল প্রেমমূর্ত্তি রাধা-ভাবময় ।
যথা কৃষ্ণ নবদ্বীপে সাক্ষাৎ উদয় ॥
সেই গৌরস্থলাশ্রিত হয় যেই জন ।
সুভক্তি-রহস্য তার একমাত্র ধন ॥৫২॥

চণ্ডাল, কুক্কুর, খর-সম তিরস্কার ।
করুক্, তাহাতে খেদ নাহিক আমার ॥
স্নেহজ্ঞানে তুষ্ট হয়ে নবখণ্ড বনে ।
বসিব সর্ব্বদা আমি বৈরাগ্যের সনে ॥৫৩॥

---

ঐকান্তিক ভক্তিরসযুক্ত কাকুতি দ্বারা তারস্বরে ( হা গৌরাঙ্গ, তুমি কি আমাকে কৃপা করিবে,—এইরূপ বলিতে বলিতে, প্রেমাবিষ্ট হইয়া, কোন সুকৃতিশালী ব্যক্তি শ্রীগৌরস্থলী নবদ্বীপে ভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

হরি ! হরি ! কবে আমি গাঢ়প্রেমবশে উল্লাস-পুলকিতাঙ্গে প্রতিপদে অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে করিতে বিশ্বম্ভরের পাদসরোজসংযুক্তা ( পূত- ) ভূমিতে লুণ্ঠন ( অঙ্গ পরিবর্ত্তন বা গড়াগড়ি ) করিতে থাকিব ? ৫১ ॥

পূর্ণোজ্জ্বল-প্রেমরসের অখণ্ড-মূর্ত্তি-স্বরূপ শ্রীহরি আমার যে-স্থানে রাধাভাববিভাবিত হইয়া বিরাজ করেন, সেই গৌরস্থল যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহাদেরই পরম-নিগূঢ়-ভক্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

দেহধর্ম্ম-মনোধর্ম্মোত্থ যাবতীয় সাধন পরিত্যাগপূর্ব্বক
ধামসেবাই সর্ব্বমঙ্গলাকর—

ভ্রাতঃ সমস্তান্যপি সাধনানি বিহায় গৌরস্থলমাশ্রয়স্ব।
যথা তথা প্রাক্তন-বাসনাতঃ শরীর-বাণী-হৃদয়ানি কুর্য্যুঃ ॥৫৪॥

শ্রীধামসেবার্থ নবদ্বীপের শ্বপচগৃহে ভিক্ষাদ্বারা জীবন-নির্ব্বাহ
সর্ব্বাংশে শ্লাঘনীয়—

নবদ্বীপে রম্যে বরমিহ করে খর্পরভৃতো
ভ্রমামো ভৈক্ষ্যার্থং শ্বপচ-গৃহবীথীষু দিনশঃ।
তথাপি প্রাচীনৈঃ পরমসুকৃতৈরত্র মিলিতং
ন নেষ্যাম্যন্যত্র ক্বচিদপি কথঞ্চিদ্ বপুরিদম্ ॥৫৫॥

---

ওহে ভাই, সমস্ত সাধন পরিহরি।
গৌরস্থলাশ্রয় কর চিত্ত দৃঢ় করি ॥
প্রাক্তন বাসনা-বশে তোমার হৃদয়।
শরীর-বচন-চেষ্টা করিবে নিশ্চয় ॥৫৪॥
বরং আমি নবদ্বীপে খর্পর ধরিয়া।
শ্বপচ-পল্লীতে ভ্রমি ভিক্ষার লাগিয়া ॥
তথাপি সুকৃতিলব্ধ দুর্ল্লভ শরীর।
অন্যত্র লইতে ইচ্ছা নাহি করি স্থির ॥৫৫॥

---

লোকসকল চণ্ডাল, কুক্কুর ও গর্দ্দভাদির ন্যায় জ্ঞান করিয়া আমাকে দুঃসহ তিরস্কার করিলেও তাহাতে আমার অণুমাত্রও দুঃখ নাই, যদি আমার সেই শ্রীধাম-নবদ্বীপে (গ্রহসংখ্যক—নব, খণ্ডে—দ্বীপ) অবস্থিতি হয়, যথায়—শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণাদি আত্ম-নিবেদন পর্য্যন্ত নবধা ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি বিশেষরূপে জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৫৩ ॥

সাধক-দেহোচিত শ্রীগৌরবনবাস-লালসা—

জরৎকন্থামেকাং দধদপি চ কৌপীনমনিশং
প্রগায়ন্ শ্রীরাধা-মধুপতি-রহঃ-কাল-লহরীম্।
ফলং বা মূলম্বা কিমপি দিবসান্তে কবলয়ন্
নবদ্বীপে নেষ্যে বনভুবি কদা জীবনমিদম্ ॥৫৬॥

বিরজার পরপারে পরব্যোম, তন্মধ্যে গৌড়মণ্ডল, তন্মধ্যে আবার বৃন্দাবন—

প্রকৃত্যুপরি কেবলে সুখনিধৌ পরব্রহ্মণি
শ্রুতিপ্রথিত-বৈভবং পরপদং পরব্যোমকম্।
তদন্তরখিলোজ্জ্বলং জয়তি গৌড়ভূমণ্ডলং
মহারসময়ঞ্চ তৎ কলয় তত্র বৃন্দাবনম্ ॥৫৭॥

---

ছেঁড়াকাঁথা-কৌপীন ধরিয়া আমি কবে।
দিবসান্তে ফলমূল-ভোজন-গৌরবে ॥
নবদ্বীপ-বনভাগে রাধাকৃষ্ণ-কথা।
গাইয়া জীবন মোর কাটাইব তথা ॥৫৬॥
প্রকৃতির পর পরব্রহ্ম সুবিমলে।
বেদে যাকে পরব্যোম পরপদ বলে ॥
তাহা মধ্যভাগে শোভে শ্রীগৌড়মণ্ডল।
তাহে শোভে 'নবদ্বীপ' বৃন্দাবন-স্থল ॥৫৭॥

---

প্রাক্তন-বাসনাবশতঃ তোমার শরীর, বাক্য ও মন যেরূপই আচরণ করুক্ না কেন,—হে ভ্রাতঃ, তুমি ) সমস্ত সাধন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌর-স্থলই আশ্রয় কর ।৫৪।।

আমি করে ভিক্ষাপাত্র হন করিয়া বরং এই রম্য নবদ্বীপ-ধামে চণ্ডালাদির দ্বারে দ্বারেও ত্যহ ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিব, তথাপি পূর্ব্বকৃত-পরমসুকৃতিলব্ধ এই সুদুর্ল্লভ মানব) দেহকে কোনও ভাবে অন্য আর কোথায়ও লইয়া যাইব না ॥ ৫।।

ধামবাসীর প্রতি প্রাকৃতবুদ্ধি-জনিত ধামাপরাধে
ভক্তিপদবী লাভ অসম্ভব—

সানন্দ-সচ্চিদ্‌ঘনরূপতা-মতি-
র্যাবন্ন গৌরস্থলবাসি-জন্তুষু।
তাবৎ প্রবিষ্টোঽপি ন তত্র বিন্দতে
ততোঽপরাধাৎ পদবীং পরাৎপরাম্ ॥৫৮॥

ধামবাসিজনে অপ্রাকৃতবুদ্ধির উদয়ে রাধামাধবের সেবাযোগ্যতা লাভ—

যদৈব সচ্চিদ্রসরূপবুদ্ধির্দ্বীপে নবেঽস্মিন্ স্থির-জঙ্গমেষু।
স্যান্নির্ব্বলীকং পুরুষস্তদৈব চকাস্তি রাধাপ্রিয়সেবিরূপঃ ॥৫৯॥

———

নবদ্বীপবাসী জন্তুগণে যত দিন।
সানন্দসচ্চিদ্ভাব না হয় প্রবীণ।
ততদিন হইয়াও সে ধামে প্রবিষ্ট।
ধাম-অপরাধে নাহি লভে নিজ ইষ্ট ॥৫৮॥

---

একখানি ছিন্নকন্থা ও কৌপীন পরিধান এবং দিবসান্তে কিঞ্চিৎ ফলমূল ভোজন করিয়া রাধাকৃষ্ণের নির্জ্জন-কেলিকথা সতত কীর্ত্তন করিতে করিতে কবে আমি নবদ্বীপ-বনভূমিতে এই জীবন অতিবাহিত করিব ? ৫৬ ॥

প্রকৃতির ঊর্দ্ধদেশে অবিমিশ্র চিৎ-সুখ-সমুদ্র পরব্রহ্মে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ তদ্রূপ-বৈভব বিষ্ণুর পরমপদ 'পরব্যোম' নামক ধাম ( অবস্থিত ) ; তাঁহার অভ্যন্তরে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও মহাভাবরসময় শ্রীগৌড়মণ্ডল জয়যুক্ত হউন। সেই গৌড়মণ্ডলের মধ্যেই শ্রীধাম বৃন্দাবনকে দর্শন কর ৫৭॥

গৌরস্থলবাসী জীবকুলকে যে-পর্য্যন্ত সানন্দসচ্চিদ্‌ঘন-স্বরূপ জ্ঞান অর্থাৎ তাঁহাদের উপর অপ্রাকৃত বুদ্ধি না হইবে, ততক্ষণ তথায় প্রবিষ্ট হইয়াও সেই গৌরস্থলবাসীর প্রতি প্রাকৃতবুদ্ধি-জনিত ধামাপরাধে কেহ সর্ব্বোত্তম ভক্তিপদবী লাভ করিতে পারিবে না ॥ ৫৮ ॥

নবদ্বীপধামসেবাতৎপরতা সর্ব্ববিধ সাধন-ভজন ও সর্ব্বসিদ্ধির ফল—

সকলবিভব-সারং সর্ব্বধর্ম্মৈকসারং
সকল-ভজন-সারং সর্ব্ব-সিদ্ধ্যৈক সারম্।
সকল মহিমসারং বস্তুখণ্ডে নবাখ্যে
সকল-মধুরিমাম্ভোরাশি-সারং বিহারঃ ॥ ৬০ ॥

নবদ্বীপে সিদ্ধ-লালসা—

প্রগায়ন্নটন্নুদ্ধসন্ বা লুঠন্ বা
প্রধাবন রুদন্ সংপতন্ মূর্চ্ছিতো বা।
কদা বা মহাপ্রেমমাধ্বীমদান্ধ-
শ্চরিষ্যামি খণ্ডে নবে লোকবাহ্যঃ ॥ ৬১ ॥

---

নবদ্বীপে স্থাবর-জঙ্গমে যেই দিন।
সচ্চিদানন্দ-বুদ্ধি হয় মলহীন ॥
সেই দিন রাধাকান্তসেবা যোগ্যরূপ।
লভে জীব ব্রজধামে অতি অপরূপ ॥৫৯॥
নবদ্বীপে বস্তুতত্ত্ব করহ বিচার।
সকল বিভব আর সর্ব্বধর্ম্মসার ॥
সকল ভজন-সার সর্ব্বসিদ্ধি-ফল।
সকল মাধুর্য্য-সার বিহার নির্ম্মল ॥ ৬০ ॥

---

এই নবদ্বীপস্থ স্থাবর-জঙ্গম বস্তুতে পুরুষের যখন অকপটভাবে সচ্চিদানন্দবুদ্ধি উদিত হয়, তখনই তাঁহার শ্রীরাধাকান্তের সেবাযোগ্য-রূপ স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে ॥৫৯॥

এই নবখণ্ড নবদ্বীপে বিচরণ সকল বিভবের সার, সর্ব্বধর্ম্মের একমাত্র সার, সকল ভজনের সার, সকল সিদ্ধির একমাত্র সার, সকল মহত্ত্বের সার এবং সকল মাধুর্য্য-সমুদ্রের সার ॥ ৬০॥

গৌরবনে কৃষ্ণপ্রেম-লালসা—

ন লোকং ন ধর্ম্মং ন গেহং ন দেহং
ন নিন্দাং স্তুতিং নাপি সৌখ্যং ন দুঃখম্।
বিজানন্ কিমপ্যুন্মদঃ প্রেমমাধ্ব্যা
গ্রহগ্রস্তবৎ কর্হি গৌরস্থলে স্যাম্ ॥ ৬২ ॥

গৌরবনে সিদ্ধদেহে স্বাভীষ্ট রাধাকৃষ্ণ-সেবাভিলাষ—

হরেকৃষ্ণরামেতি কৃষ্ণেতি মুখ্যান্
মহাশ্চর্য্য-নামাবলী-সিদ্ধমন্ত্রান।

---

কবে আমি নবখণ্ডে লোকধর্ম্ম ত্যজি।
মহাপ্রেম মাধ্বী-রসে নিরন্তর মজি ॥
গাইব হাসিব আর ভূমিতে লুটিব।
দৌড়িব কাঁদিব পড়ি মূর্চ্ছিত হইব ॥ ৬১ ॥
গৌরস্থলে লোকধর্ম্ম গেহ দেহ ভুলি।
তুল্য নিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখে কুতূহলী ॥
উন্মদ প্রেমেতে মত্ত গ্রহগ্রস্ত মত।
বিচরিব কত দিনে করি ধামব্রত ॥ ৬২ ॥

---

কবে আমি মহাভাবরূপ প্রেমমাধ্বীক-পানে মত্ত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় (কখনও) উচ্চৈঃস্বরে গান, (কখনও নৃত্য, (কখনও) উচ্চহাস্য, (কখনও) ভূমিলুণ্ঠন কখনও দ্রুতগমন, (কখনও) ক্রন্দন, (কখনও পতিতবা মূর্চ্ছিত হইয়া লোকবাহ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিচরণ করিব? ৬১ ॥

কবে আমি লোকভয়, লৌকিকধর্ম্ম, গৃহ, দেহ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ,—কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া হর্ষ-গর্ব্বাদিভাব-সমান্বিত প্রেমরস-পানে উন্মত্ত হইয়া গ্রহগ্রস্তের ন্যায় এই গৌরস্থলীতে অবস্থান করিব? ৬২ ॥

তথাচাষ্টকালে ব্রজদ্বন্দ্বসেবাং
কদাভ্যস্য গৌরস্থলে স্যাং কৃতার্থঃ ॥ ৬৩ ॥

গৌরবনের ধ্যান—

হৈম-স্ফাটিক-পদ্মরাগরচিতৈর্মাহেন্দ্রনীলৈর্দ্রুমৈ-
র্নানারত্নময়স্থলীভিরলিঝঙ্কারস্ফুটদ্বল্লীভিঃ।
চিত্রৈঃ কীর-ময়ূর-কোকিলমুখৈর্নানাবিহঙ্গৈর্লসৎ
পদ্মাদ্যৈশ্চ সরোভিরদ্ভুতমহং ধ্যায়ামি গৌরস্থলম্ ॥ ৬৪ ॥

---

কৃপামূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-শিক্ষা-অনুসারে।
হরেকৃষ্ণ রামনাম সিদ্ধ মন্ত্রাক্ষরে ॥
মহাশ্চর্য্য নামাবলী গাইতে গাইতে।
কবে বা কৃতার্থ হব এ গৌরস্থলীতে ॥ ৬৩ ॥
ইন্দ্রনীলমণি বৃক্ষষণ্ড নানামত।
পুরট স্ফটিক পদ্মরাগ-বিনির্ম্মিত ॥
রত্নবেদী যেখানে ঝঙ্কারে অলিগণ।
শুক পীক ময়ূরের অপূর্ব্ব দর্শন।
পদ্মপুষ্প-সুশোভিত নানা সরোবর।
সেই নবদ্বীপ ধামে প্রকৃতির পর ॥
সেইধাম ধ্যানসুখে নিমগ্ন হইয়া।
বসিব শ্রীগৌরধামে রসেতে ডুবিয়া ॥ ৬৪ ॥

---

"হরে কৃষ্ণ, রাম কৃষ্ণ"—এই মুখ্য ও মহাশ্চর্য্য নামাবলী এবং সিদ্ধমন্ত্র-সমূহ জপ এবং গৌরস্থলীতে ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের অষ্টকালীয় সেবা করিয়া কবে আমি কৃতার্থ হইব ? ৬৩ ॥

হেম, স্ফটিক ও পদ্মরাগমণি-খচিত ইন্দ্রনীলমণি-দ্রুমরাজি, নানারত্নময় বেদী, ভ্রমর-ঝঙ্কৃত প্রফুল্ল-লতাবলী, নানাবর্ণ-বিচিত্রিত শুক-শিখি-পিকপ্রমুখ

মধ্যদ্বীপে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাস্বাদন-লালসা—

মধ্যদ্বীপবনে স্বরাট্ ক্ষিতিধরস্যোপত্যকাসু স্ফুরন্-
নানাকেলি-নিকুঞ্জবীথিষু নবোন্মীলৎকদম্বাদিষু।
ভ্রামং ভ্রামমহর্নিশং ননু পরং শ্রীরাসকেলীস্থলী-
রম্যাস্বেব কদা প্রকাশিত-রহঃপ্রেমা ভবেয়ং কৃতী ॥ ৬৫ ॥

ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রতিকল্পে রাধাবনের সেবানুরাগ-লালসা—

অলং ক্ষায়-সুদুঃখদৈর্যুবতি-পুত্র-বিত্তাদিকৈ-
র্বিমুক্তি-কথয়াপ্যলং মম নমো বিকুণ্ঠশ্রিয়ে।
পরন্ত্বিহ ভবে ভবে ভবতু রাধিকা-কান্তিতঃ
ব্রজেন্দ্রতনয়ো বনে লসতি যত্র তস্মিন্ রতিঃ ॥ ৬৬ ॥

———

মধ্যদ্বীপে স্বরাটাখ্য পর্ব্বতের পাশে।
কদম্বমণ্ডিত কেলিকুঞ্জ পরকাশে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে রাসমণ্ডল দেখিয়া।
প্রেমপূর্ণ হব আমি সুকৃতি স্মরিয়া ॥ ৬৫ ॥
অনিত্য দুঃখদ পত্নী, পুত্র, বিত্ত ছার।
মুক্তিকথা, বৈকুণ্ঠে পিপাসা নাহি আর।
রাধাভাব-দ্যুতি-মাখা কৃষ্ণলীলাবনে।
একবিন্দু রতিমাত্র মাগি নিজ মনে ॥ ৬৬ ॥

---

বিভিন্ন বিহঙ্গমকুল এবং প্রফুল্ল-কমলদল-সুশোভিত সরোবরসমূহ দ্বারা অভূতপূর্ব্ব দর্শন—সেই গৌরস্থলীকে আমি ধ্যান করিতেছি ॥ ৬৪ ॥

কবে আমি মধ্যদ্বীপবনে নববিকসিত কদম্বকুসুমাদি-মণ্ডিত, নানাবিধ উজ্জ্বল-কেলিকুঞ্জশ্রেণী-বিরাজিত, শ্রীরাসক্রীড়াস্থলী-সুশোভিত 'স্বরাট্'

শ্রীগোদ্রুমধাম-সেবা-নিষ্ঠা—

নমামি তদ্ গোদ্রুমমেব মূর্দ্ধ্না
বদমি তদ্ গোদ্রুমমেব বাচা।
স্মরামি তদ্ গোদ্রুমমেব বুদ্ধ্যা
শ্রীগোদ্রুমাদন্যমহং ন জানে ॥ ৬৭ ॥

গৌরধামৈকনিষ্ঠ ভক্তকুলের পদরজাভিষেক-লালসা—

রাধাপতিরতিকন্দং গৌরস্থলমেব জীবনং যেষাম্।
তচ্চরণাম্বুজরেণোরাশামেবাহমাশাসে ॥ ৬৮ ॥

---

মস্তক নোয়ায়ে নমি শ্রীগোদ্রুমবন।
বাক্য সদা শ্রীগোদ্রুম করিয়ে কীর্ত্তন ॥
সূক্ষ্ম বুদ্ধিযোগ স্মরি শ্রীগোদ্রুম ধাম।
গোদ্রুম ছাড়িয়া মোর অন্য নাই কাম ॥ ৬৭ ॥
রাধাকান্ত রতিকন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ-বন।
অবিরত কৃষ্ণ-ভক্তগণের জীবন ॥
সেই সব ভক্তজন-চরণের ধূলি।
আশামাত্র আশা করি বাস গৌরস্থলী ॥ ৬৮ ॥

---

পর্ব্বতের উপত্যকাসমূহে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে যুগলকিশোরের নিগূঢ়প্রেমে স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া সৌভাগ্যবান্ হইব ? ৬৫ ॥

বিনশ্বর সু-দুঃখপ্রদ যুবতী স্ত্রী, পুত্র ও ধনাদির প্রয়োজন কি? বিমুক্তির কথায়ই বা কাজ কি ? ( ঐশ্বর্য্যধাম ) বৈকুণ্ঠগত সম্পদের প্রতিও আমার নমস্কার। কিন্তু রাধিকার কান্তিসুবলিত হইয়া ব্রজনন্দন যে বনে বিলাস করেন, জন্মে জন্মে যেন সেই বনে আমার অনুরাগ থাকে ॥ ৬৬ ॥

মস্তক দ্বারা আমি সেই শ্রীগোদ্রুমকেই নমস্কার করি, বাক্যদ্বারাও শ্রীগোদ্রুমেরই কীর্ত্তন করি এবং মনোদ্বারা শ্রীগোদ্রুমকেই স্মরণ করি। শ্রীগোদ্রুম ব্যতীত আমি আর অন্য কিছুই জানি না ॥ ৬৭ ॥

নবদ্বীপে স্বাভীষ্ট-ধ্যান লালসা—

নানাকেলি-নিকুঞ্জমণ্ডপযুতে নানা সরোবাপিকা-
রম্যে গুল্ম-লতা-দ্রুমৈশ্চপরিতো নানাবিধৈঃ শোভিতে।
নানা জাতিসমুল্লসৎ খগ-মৃগৈর্নানাবিলাসস্থলী-
প্রদ্যোত-দ্যুতি-রোচিষ-প্রিয় কদা ধ্যেয়োসি গৌরস্থলে ॥৬৯॥

রাধামাধব-মিলিততনু-পুরটসুন্দর গৌরাঙ্গ দর্শন লালসা—

বাণ্যা গদ্গদয়া কদা মধুপতের্নামানি সংকীর্ত্তয়ে
ধারাভির্নয়নাম্ভসাং তরুতল-ক্ষৌণীং কদা পঙ্কয়ে।
দৃষ্ট্যা ভাবনয়া পুরোমিলদহো গৌরস্থলীয়ং মহো-
দ্বন্দ্বং হেমহরিন্মণিচ্ছবি কদালম্বে মুহুর্বিহ্বলঃ ॥ ৭০ ॥

---

নানা কেলি-নিকুঞ্জ-মণ্ডলে সুশোভিত।
নানা সরোবর-বাপী-তড়াগ-মণ্ডিত ॥
নানা গুল্ম-লতাদ্রুম-মণ্ডপে বেষ্টিত।
নানাজাতি খগ-মৃগদ্বারা উল্লাসিত।
অনেক বিহারস্থল জ্যোতির্ম্ময় ধামে।
কবে আমি গৌরস্থলে লভিব বিশ্রামে ॥ ৬৯ ॥

গদ্গদ বচনে কবে গাব কৃষ্ণনাম।
নয়নধারায় আর্দ্র করিব তদ্ধাম।
ভাবেতে হেরিব কবে সে যুগল জ্যোতি।
হেম-হরিন্মণি-ছবি সুবিহ্বলমতি ॥ ৭০ ॥

---

রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণের রতিনিলয় গৌরস্থলই যাঁহাদের জীবাতু, তাঁহাদের পাদপদ্মপরাগে অভিলাষই আমার প্রার্থনীয়। ৬৮ ॥

হে প্রিয়, নানাবিধ কেলিকুঞ্জমণ্ডপ-সুশোভিত, বহু সরোবর ও দীর্ঘিকা দ্বারা সুরম্য, চতুর্দ্দিকে নানাবিধ গুল্ম-লতা-বৃক্ষ ও নানাজাতীয় হর্ষযুক্ত-পশুপক্ষী-পরিশোভিত, বিবিধবিলাসস্থলীর সমুজ্জ্বল দ্যুতি-দ্বারা প্রদীপ্ত (জ্যোতির্ম্ময়) এই গৌরস্থলে কবে আমি তোমার ধ্যান করিব? ৬৯ ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-সেবা-নিষ্ঠা—

নান্যদ্বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নান্যদ্ব্রজামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি।
পশ্যামি জাগ্রতি তথা স্বপনেঽপি নান্যৎ
শ্রীরাধিকারুচি-বিনোদ-বনং বিনাহম্ ॥ ৭১ ॥

ব্রহ্মাধিপত্য ও সারূপ্যাদি মুক্তি হইতেও নবদ্বীপধামে কৃমিজন্ম কোটিগুণে শ্লাঘ্য ও বাঞ্ছনীয়—

ন সত্যাখ্যে লোকে স্পৃহয়তি মনো ব্রহ্মপদবীং
ন বৈকুণ্ঠে বিষ্ণোরপি মৃগয়তে পার্ষদ-তনুম্।
নবদ্বীপে শুদ্ধে মধুররসভাবোৎসববতাং
নিবাসে ধন্যানাং সুবহুকৃমিজন্মাপি মনুতে ॥ ৭২ ॥

---

রাধাকান্তিবিনোদ কানন বিনা আন।
না বর্ণিব, না শুনিব, না করিব ধ্যান ॥
জাগ্রতে স্বপ্নে বা আমি বিনা সেই বন।
না দেখিব কভু ইথে দৃঢ় মম মন ॥ ৭১ ॥

---

কবে আমি গদ্গদবাক্যে মধুপতির নামাবলী সঙ্কীর্ত্তন করিব? কবেই বা অজস্র অশ্রুধারায় তরুতল-ভূমি পঙ্কিল করিয়া ফেলিব? অহো! দৃষ্টি ও ভাবনাযোগে হেমহরিন্মণি-কান্তিবিশিষ্ট (পুরটসুন্দর-দ্যুতি) গৌরস্থলীয় যুগল-জ্যোতিঃ (রাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরকিশোর) সম্মুখে আবির্ভূত হইবেন এবং মুহুর্মুহুঃ বিহ্বল হইয়া আমি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-তনুকে আশ্রয় করিব? ৭০ ॥

আমি অন্য বাক্য বলিব না, অন্য কথা শ্রবণ করিব না, অন্য বিষয় চিন্তা করিব না, অন্য কোথায়ও গমন করিব না, অন্য দেবতার ভজনা করিব না বা আর অন্য কাহাকেও আশ্রয় করিব না। জাগ্রদবস্থায় এমন কি স্বপ্নেও আমি

কোনও প্রকারে নবদ্বীপ-সেবা-সৌভাগ্য-লালসা—

মমাপি স্যাদেতাদৃশমপি দিনং কিন্নু পরমং
নবদ্বীপে যস্মিন্ কথমপি কৃতস্পর্শনমপি।
অহো দেহং দূরাদপি সমবলোক্যাপি জন্তুষা
মুহুর্ধন্যং মন্যে ধরণীপতিতঃ স্যাং কৃতনতি ॥ ৭৩ ॥

---

মন নাহি চাহে সত্যলোকে ব্রহ্মপদ।
বৈকুণ্ঠে পার্ষদ দেহ মুক্তির সম্পদ ॥
নবদ্বীপে বিশুদ্ধ মধুর ভক্তজন।
গৃহে কৃমি জন্মি, লোভ হয় অনুক্ষণ ॥ ৭২ ॥
হেন দিন কবে মোর উদিবে গগনে।
যবে নবদ্বীপস্পৃষ্ট শরীর দর্শনে ॥
দূর হইতে জীবন সার্থক জ্ঞান করি।
সাষ্টাঙ্গে পড়িব নমি ধরণী উপরি ॥ ৭৩ ॥

---

শ্রীরাধাকান্তিবিনোদ-কানন ব্যতীত অন্য কিছু অবলোকন করিব না। ইহাই আমার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা হউক্ )॥ ৭১ ॥

আমার মন সত্যলোকে ব্রহ্মার পদবী লাভ করিতে ইচ্ছা করে না, বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর পার্ষদ-তনুত্বও ( অর্থাৎ সালোক্য-সামীপ্যাদি মুক্তিও ) অন্বেষণ করে না, কিন্তু যাঁহারা মধুর প্রেমরসের ভাবে আনন্দিত, সেই সকল ধন্য পুরুষের নিবাস-ভূমি শুদ্ধ নবদ্বীপধামে কৃমিজন্মকেও অতিশয় বহুমাননা করে ॥ ৭২ ॥

আহা! নবদ্বীপে কোন প্রকারেও আমার সংসর্গ ঘটিতে পারে, কিম্বা দূর হইতেও ঐ ধাম দর্শন-পূর্ব্বক ধরণীতে পতিত হইয়া প্রণামপুরঃসরঃ জন্মকে পুনঃ পুনঃ ধন্য মনে করিব, এমন পরম শুভদিন কি আমার উপস্থিত হইবে? ৭৩ ॥

নবদ্বীপধামের গুণকীর্ত্তনেই জিহ্বার সার্থকতা—

যদপি চ মম নাস্তি শ্রীনবদ্বীপধাম-
মহিমনি নাসমোর্দ্ধ্বে হন্ত বিশ্বাসগন্ধঃ।
যদপি মম ন তস্মিন্নাস্তে বাসৈষণাপি
প্রসরতু মম তাদৃশ্যেব বাণী তথাপি ॥ ৭৪ ॥

গুরুবৈষ্ণবকৃপালব্ধ বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত পুরুষই ধামতত্ত্ব-প্রকাশে সমর্থ—

অচৈতন্যপ্রায়ং জগদিদমহো সর্ব্ববিদপি
নবদ্বীপস্যাস্য প্রভবতি ন বৈ তত্ত্বকথনে।
হরৌ সুপ্রচ্ছন্নে হরিপুরমহো গুপ্তমভবৎ
সুভক্তস্তত্তত্ত্বং স্বগুরুকৃপয়া কর্ষতি কিল ॥ ৭৫ ॥

---

সর্ব্বোত্তম নবদ্বীপ-মাহাত্ম্যে বিস্তর।
না থাকে বিশ্বাস-গন্ধ তাহাতে আমার ॥
সে ধাম বাসের ইচ্ছা যদ্যপিও নাই।
তবু যেন ধামগুণ নিরন্তর গাই ॥ ৭৪ ॥
অচৈতন্য প্রায় বিশ্ব, সর্ব্বজ্ঞ যে জনে।
সেও নারে নবদ্বীপ-মাহাত্ম্য-বর্ণনে ॥
প্রচ্ছন্ন সে ধাম নন্দনন্দনের ন্যায়।
ভক্তজনমাত্র জানে সদ্‌গুরু-কৃপায় ॥ ৭৫ ॥

---

হায়! যদিও শ্রীনবদ্বীপধামের অসমোর্দ্ধ্ব-মাহাত্ম্যে আমার অণুমাত্রও বিশ্বাস নাই, যদিও সে স্থলে আমার বাসের ইচ্ছা মাত্রও নাই, তথাপি আমার বাণী তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুক্ ॥ ৭৪ ॥

অহো! এই জগদ্‌বাসিলোকসমূহ ( স্বরূপানুভূতি-রহিত হইয়া ) অচৈতন্য-প্রায়। প্রাকৃত সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিও এই ( অপ্রাকৃত-ধাম ) নবদ্বীপের তত্ত্ব কথনে

গৌরবনে গৌরদর্শনে প্রেম-লালসা—

কদা নবদ্বীপবনান্তরেষ্বহং
পভ্রিমন্ সৈকতপূর্ণচত্বরে।
হরীতি রামেতি হরীতি কীর্ত্তয়ন্
বিলোক্য গৌরং প্রপতামি বিহ্বলঃ ॥ ৭৬ ॥

গৌরবনে সুরধূনীতটে সাধকদেহোচিত বিচরণ-লালসা—

পুলিনে পুলিনে গিরীন্দ্রজায়া
বিচরিষ্যামি কদা তলে তরূণাম্।
পতিতং গলিতং ফলঞ্চ ভুক্ত্বা
ললিতং তটিনী-জলং পিবামি ॥ ৭৭ ॥

---

কবে নবদ্বীপ বনে সৈকত প্রচরে।
'হরেরাম হরেকৃষ্ণ' বলি উচ্চৈঃস্বরে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌর করিব দর্শন।
পড়িব বিহ্বল হ'য়ে অচল চরণ ॥ ৭৬ ॥
জাহ্নবীর পুলিনে পুলিনে তরুতলে।
বিচরিব আমি কবে 'হরি' 'হরি' বলে ॥
পতিত গলিত ফল করিব ভক্ষণ।
ললিত-তটিনীজলে তৃষ্ণা নিবারণ ॥ ৭৭ ॥

---

নিশ্চয়ই সমর্থ নহেন। হরি অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন-স্বরূপ প্রকট করিলে তাঁহার ধামও প্রচ্ছন্নরূপে উদিত ( অর্থাৎ "ছন্ন যদভবঃ"—এই শাস্ত্রীয় বাক্যানুসারে ছন্নাবতারী গৌরসুন্দরের ন্যায় তদ্ধামও প্রচ্ছন্ন অর্থাৎ প্রাকৃত জীবের নিকট অপ্রকাশিত) হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র শুদ্ধভক্ত নিজ-গুরুকৃপায় তাঁহার ( সেই গুপ্তধামের ) তত্ত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হন ॥ ৭৫ ॥

নবদ্বীপসেবা ব্যতীত বৃন্দাবনসেবা-প্রাপ্তি এবং গৌর-সেবা ব্যতীত রাধাকৃষ্ণ-সেবা-প্রাপ্তি অসম্ভব—

আরাধিতং নববনং ব্রজকাননং তে
নারাধিতং নববনং ব্রজ এব দূরে।
আরাধিতো দ্বিজসুতো ব্রজনাগরস্তে
নারাধিতো দ্বিজসুতো ন তবেহ কৃষ্ণঃ ॥ ৭৮ ॥

---

সেবিলেই নবদ্বীপ বৃন্দাবন স্ফুরে।
নবদ্বীপ-সেবা বিনা বৃন্দাবন দূরে ॥
যে সেবিল গৌর আর যশোদানন্দন।
গৌরসেবা বিনা কৃষ্ণ না পায় কখন ॥ ৭৮ ॥

---

কবে আমি নবদ্বীপের বনমধ্যে সৈকতপূর্ণ প্রচরে (পথে) 'হরি' 'রাম' ইত্যাদি নামকীর্ত্তন-পুরঃসরঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীগৌরচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইব ? ৭৬ ॥

কবে আমি হৈমবতী ভাগীরথীর প্রতি পুলিনপ্রদেশে তরুতলে বিচরণ করিব ? আর কবেই বা সেই সকল বৃক্ষ হইতে পতিত ও গলিত ফল ভক্ষণ করিয়া সুর-তরঙ্গিণীর মধুর বারি পান করিব ? ৭৭ ॥

যদি তুমি নববন অর্থাৎ নবদ্বীপের আরাধনা করিয়া থাক, তবে তুমি ব্রজ-কানন অর্থাৎ বৃন্দাবনেরও আরাধনা করিয়াছ ; আর যদি নবদ্বীপের আরাধনা না করিয়া থাক, তবে ব্রজধাম তোমার নিকট বহুদূরে অবস্থিত ; যদি তুমি জগন্নাথসুত গৌরের আরাধনা করিয়া থাক, তাহা হইলে ব্রজনাগর শ্রীকৃষ্ণেরও আরাধনা করিয়াছ ; আর যদি মিশ্রনন্দনের আরাধনা না করিয়া থাক, তাহা হইলে এজগতে তোমার গোপেন্দ্রনন্দনের আরাধনাও হয় নাই ॥ ৭৮ ॥

নবদ্বীপ অভিন্ন বৃন্দাবন ও ঔদার্য্যধাম—

নবদ্বীপঃ সাক্ষাদ্‌ব্রজপুরমহো গৌড়পরিধৌ
শচীপুত্রঃ সাক্ষাদ্‌ব্রজপতিসুতো নাগরবরঃ ॥
স বৈ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতঃ কাঞ্চন-ছটো
নবদ্বীপে লীলাং ব্রজপুর-দুরাপাং বিতনুতে ॥ ৭৯ ॥

মাধুর্য্যধাম বৃন্দাবন হইতে ঔদার্য্যধাম নবদ্বীপ অধিক কৃপাময়—

অহো বৃন্দারণ্যে হরি হরি হরীতি প্রজপতাং
ব্রজদ্বন্দ্বাবাপ্তির্ঘটত অপরাধাত্যয় ইহ।
নবদ্বীপে গৌর কলুষনিচয়ং ক্ষাম্যতি সদা
ব্রজানন্দং সাক্ষাৎ পরমরসদং হন্ত ! তনুতে ॥ ৮০ ॥

---

এ গৌড়মণ্ডলে নবদ্বীপ-বৃন্দাবন।
শচীর তনয় সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সেই নন্দসুত রাধা-দ্যুতি আচ্ছাদিত।
ব্রজের দুর্ল্লভ লীলা করিল বিহিত ॥ ৭৯ ॥
বৃন্দাবনে বসি যেবা জপে-হরি হরি।
অপরাধ গেলে পায় কিশোর কিশোরী ॥
নবদ্বীপে গৌর ক্ষমি অপরাধচয়।
পরম রসদ ব্রজরস বিতরয় ॥ ৮০ ॥

---

আহা, এই গৌরমণ্ডলে নবদ্বীপ ধাম সাক্ষাৎ ব্রজপুর অর্থাৎ বৃন্দাবন ; আর শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন নাগরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ। সেই (শচীসুত) শ্রীরাধার ভাবকান্তিতে সুবর্ণচ্ছটাযুক্ত হইয়া শ্রীধাম-নবদ্বীপে ব্রজপুর অপেক্ষাও দুষ্প্রাপ্যলীলা (ঔদার্য্যলীলা) বিস্তার করিতেছেন ॥ ৭৯ ॥

অহো ! বৃন্দাবনে 'হরি', 'হরি', 'হরি',—এই নাম যাঁহারা প্রকৃষ্টরূপে (অর্থাৎ অপরাধনির্ম্মুক্ত হইয়া) জপ করেন, তাঁহাদের অপরাধ অপগত

গৌরধাম-সেবকেরই ব্রজধাম করস্থিত—

নবদ্বীপে বসেদ্ যস্তু করে তস্য ব্রজস্থিতিঃ।
মরীচিকাবদন্যত্র দূরে বৃন্দাবনং ধ্রুবম্ ॥ ৮১ ॥

বৃন্দাবনস্থ বনোপবনাদি নবদ্বীপে সম্মিলিত—

বনঞ্চোপবনং সর্ব্বং শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনস্থিতম্।
ক্রোড়ীকৃতং নবদ্বীপে কৃষ্ণলীলা-সুসিদ্ধয়ে ॥ ৮২ ॥

---

গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে যাঁর নবদ্বীপে স্থিতি।
করস্থিত ব্রজ তাঁর সনাতন রীতি ॥
অন্যত্র শ্রীবৃন্দাবন যে করে সন্ধান।
মরু-মরীচিকা যেন ক্রমে দূরে ভাণ ॥ ৮১ ॥
বৃন্দাবনে আছে যত বন উপবন।
শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থল কে করে গণন ॥
নবদ্বীপে সে সকল আছে স্থানে স্থানে।
গৌররূপে কৃষ্ণলীলা প্রকট কারণে ॥ ৮২ ॥

---

হইলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ( চরণসেবা ) প্রাপ্তি ঘটে ; কিন্তু আহা ! এই নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেব কলুষরাশি অপনোদন করিয়া সাক্ষাৎ পরমরসদ ব্রজের আনন্দ সর্ব্বদা বিস্তার করিতেছেন ॥ ৮০ ॥

এই নবদ্বীপে যিনি ( অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে সেবোন্মুখ হইয়া ) বাস করেন, ব্রজধাম তাঁহার করগত ( অর্থাৎ অত্যন্ত সুলভ ) ; কিন্তু যাঁহারা অন্যত্র বৃন্দাবন অন্বেষণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে বৃন্দাবন-প্রাপ্তি মরীচিকার ন্যায় নিশ্চয়ই দূরে অবস্থিত ॥ ৮১ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিত সকল বন, উপবন প্রভৃতি গৌর-কৃষ্ণলীলা সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য শ্রীনবদ্বীপধামে সম্মিলিত হইয়াছেন ॥ ৮২ ॥

গৌর, গৌরভক্ত, গৌরধাম, চিন্ময়ধাম-বিভূতি ও অপ্রাকৃতধামে
অপ্রাকৃতলীলার প্রতি নমস্কার—

নমামি তদ্‌গোদ্রুমচন্দ্রলীলাং
নমামি গৌরস্থল-চিদ্বিভূতিম্ ।
নমামি গৌরাঙ্গ-পদাশ্রিতান্তান্
নমামি গৌরং করুণাবতারম্ ॥৮৩ ॥

পঞ্চতত্ত্বে বিজ্ঞপ্তি—

হা বিশ্বম্ভর ! হা মহারসময় ! প্রেমিক সম্পন্নিধে !
হা পদ্মস্তুত ! হা দয়ার্দ্রহৃদয় ! ভ্রষ্টৈকবন্ধূত্তম !
হা সীতেশ্বর ! হা চরাচরপতে ! গৌরাবতীর্ণক্ষম !
হা শ্রীবাসগদাধরেষ্টবিষয় ! ত্বং মে গতিস্ত্বং গতিঃ ॥ ৮৪ ॥

---

শ্রীগোদ্রুম চন্দ্র-লীলা অনন্ত অপার ।
গৌরস্থলে চিদ্বিহার নমি বার বার ॥
গৌরপদাশ্রিতগণে করি নমস্কার ।
নমি সদা গৌরচন্দ্র করুণাবতার ॥ ৮৩ ॥
ওহে বিশ্বম্ভর ! ওহে মহারসময় !
প্রেমসম্পদের মণি ! ওহে দয়াময় !!
ওহে পদ্মাবতীসুত দয়ার্দ্রহৃদয় ।
পতিত জনের নাথ গৌরভক্তিময় ॥

---

গোদ্রুমচন্দ্র-লীলা অর্থাৎ গৌরাঙ্গদেবের লীলাকে নমস্কার এবং গৌরস্থলের যে চিন্ময় বিভূতি, তাঁহাকেও নমস্কার। আর যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীচরণাশ্রিত, তাঁহাদিগকে নমস্কার এবং করুণাবতার গৌরচন্দ্রকেও নমস্কার করিতেছি। ৮৩ ॥

স্বমাধুর্য্যাস্বাদন ও প্রেমবিতরণার্থ আস্বাদ্যের ভাবকান্তিগ্রহণপূর্ব্বক
নবধাভক্তিপীঠ নবদ্বীপে অবতীর্ণ নবদ্বীপচন্দ্রের স্তব—

স্তুমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্য্যাদপরমা-
দ্ভুতৌদার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্ ।
বিশুদ্ধ-স্বপ্রেমোন্মদ-মধুর-পীযূষলহরীং
প্রদাতুং চান্যেভ্যঃ পরপদনবদ্বীপপ্রকটম্ ॥ ৮৫ ॥

---

ওহে সীতানাথ, চরাচরের ঈশ্বর ।
গৌর আনিবারে মাত্র তুমি শক্তিধর ॥
ওহে গদাধর, ওহে শ্রীবাসাদিগণ ।
তুমি সব মম গতি আমি অকিঞ্চন ॥ ৮৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণরসন লাগি' চৈতন্য আকার ।
পরম অদ্ভুত উদারতাপূর্ণ সার ॥
স্বীয় প্রেমামৃত জীবে দিব মনে করি ।
পরপদ নবদ্বীপে প্রকটিল হরি ॥
ঔদার্য্যের খনি সেই শচীর কুমার ।
তাঁহার চরণে আমি নমি বার বার ॥ ৮৫ ॥

---

হে বিশ্বম্ভর! হে মহারসময়! হে প্রেমসম্পদের একমাত্র আধার! (শ্রীগৌর!) হে পদ্মাবতী-সুত! হে দয়ার্দ্রহৃদয়! হে পতিতের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বান্ধব! (নিতাই!) হে সীতাপতে! হে চরাচরপতে! (বিশ্বের উপাদানান্তর্য্যামিন্মহাবিষ্ণো!) হে গৌরাঙ্গদেবের অবতরণক্ষম! 'গৌর-আনা-ঠাকুর' অদ্বৈত!) হে শ্রীবাস ও গদাধরের অভীষ্ট বিষয়! (গৌর!) তুমিই আমার গতি, তুমিই আমার গতি ॥ ৮৪ ॥

যোষিৎসঙ্গ, স্বর্গকাম, বহুগ্রন্থকলাভ্যাসাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক একমাত্র নবদ্বীপচন্দ্রের চরণাশ্রয়ই কৃতিত্বের পরিচায়ক—

অলং শাস্ত্রাভ্যাসৈরলমহহ তীর্থাটনিকয়া
সদা যোষিদ্ব্যাঘ্রাত্রসত বিতথাং থুৎকুরু দিবম্।
তৃণম্মন্যা ধন্যাঃ শ্রয়ত কিল সন্ন্যাসিকপটং
নবদ্বীপে গৌরং নিজরসমদাৎ গাঙ্গপুলিনে ॥ ৮৬ ।

অনর্থসাগর হইতে মুক্ত হইয়া প্রেমসমুদ্রে বিহারেচ্ছু পুরুষের শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবাই একমাত্র কৃত্য—

সংসারসিন্ধু-তরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সঙ্কীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমাম্বুধৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
র্মায়াপুরাখ্যনগরে বসতিং কুরুষ্ব ॥ ৮৭ ॥

---

শাস্ত্রাভ্যাস, তীর্থাটন-চেষ্টা পরিহরি।
যোষিদ্ব্যাঘ্র ত্যজ, স্বর্গ ছাড় ঘৃণা করি ॥
দীনভাবে ভজ বিশ্বম্ভরের চরণ।
নবদ্বীপে রস যেই কৈল বিতরণ ॥ ৮৬ ॥

---

ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন আপনাকে স্বীয় সুবিমল প্রেম সম্ভূসমুত্থিত হর্ষাদি মধুর অমৃতলহরী আস্বাদন করাইবার এবং অপরকে বিতরণ করিবার জন্য যিনি নবধা ভক্তির পীঠ-স্বরূপ "শ্রীনবদ্বীপ"-নামক পরমধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সর্ব্বাবতার-শ্রেষ্ঠ, অপরিসীম ও অত্যদ্ভুত কারুণ্যের বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামধেয় পুরুষকে আমরা স্তব করি ॥ ৮৬ ॥

নিত্যকাল নবদ্বীপে নবদ্বীপচন্দ্রের লীলা-দর্শনসৌভাগ্য-লালসা—

সৈবেয়ং ভুবি ধন্যগৌড়নগরী গঙ্গাপি তন্মধ্যগা
জীবাস্তে চ বসন্তি যেঽত্র কৃতিনো গৌরাঙ্গপাদাশ্রিতাঃ।
নো কুত্রাপি নিরীক্ষ্যতে হরিহরি প্রেমোৎসবস্তাদৃশো
হা চৈতন্য! কৃপানিধান! তব কিং বীক্ষ্যো সদা বৈভবম্॥ ৮৮॥

---

তরিতে সংসারসিন্ধু যদি বাঞ্ছা তব।
সংকীর্ত্তনামৃতাস্বাদে থাকে ইচ্ছা লব॥
বাঞ্ছা যদি থাকে প্রেমসমুদ্র-বিহারে।
মায়াপুরে কর বাস জাহ্নবীর তীরে॥ ৮৭॥
শ্রীগৌড়নগরী ধন্য, ধন্যা গঙ্গা তথা।
ধন্য সে নগরবাসী গৌরপদাশ্রিতা॥
নবদ্বীপ বিনা নাহি হেন প্রেমোৎসব।
হা গৌরাঙ্গ দেখিব কবে তব সে বৈভব॥ ৮৮॥

---

বাঘিনী কামিনীসঙ্গ হইতে সর্ব্বদা সাবধান হও; তৃণতুচ্ছ জ্ঞান করিয়া (কালবিপ্লুত) স্বর্গপদে থুৎকার প্রদান কর, রাশি রাশি শাস্ত্রানুশীলনে কি প্রয়োজন?—তাহাও ত্যাগ কর; আর তীর্থপর্য্যটনেই বা কি লাভ?—তাহা হইতেও বিরত হও। (ঐ দেখ) সন্ন্যাস-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীনবদ্বীপে ভাগীরথীর উপকূলে স্বীয় কৃষ্ণস্বরূপের প্রেমোন্মাদে মত্ত। হে ভাগ্যবান্ ভক্তমণ্ডলি, (যাও, যাও,) তোমরা তাঁহারই শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ কর॥ ৮৬॥

যদি তোমার সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ থাকে, যদি সঙ্কীর্ত্তনামৃত-রস-মাধুর্য্যাস্বাদনের ইচ্ছা হয়, যদি প্রেমসমুদ্রে বিহারার্থ চিত্তবৃত্তি হইয়া থাকে তাহা হইলে শ্রীমায়াপুর-নামক নগরে গিয়া বসতি কর॥ ৮৭॥

দর্শন-স্পর্শনাদিমাত্রে পরমপ্রেমদ তদ্রূপবৈভব নবদ্বীপের স্তব—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতো বা
দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা।
প্রেম্নঃ সারং দাতুমীশো য এক-
শ্চিদ্রূপং তং গৌরপীঠং নমামি ॥ ৮৯ ॥

ধর্ম্মকৃৎ, তীর্থভ্রামী বা বেদপারগেরও গৌরধামসেবা ব্যতীত বেদগুহ্য ব্রজতত্ত্বের উপলব্ধি অসম্ভব—

আচর্য্য ধর্ম্মান্ পরিচর্য্য দেবান্
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়ধামবাসং
বেদাদি দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি ॥ ৯০ ॥

---

দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, কীর্ত্তিত বা স্মৃত, উপাসিত।
দূর হৈতে নমিত, আদৃত বা পূজিত ॥
হইলেই যেই ধাম দেয় প্রেমসার।
চিৎস্বরূপ সেই গৌরধামে নমস্কার ॥ ৮৯ ॥

---

এই সেই ধন্যা গৌড়নগরী (এখনও) পৃথিবীতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই ভাগীরথীও তাঁহার মধ্য দিয়াই প্রবাহিতা হইতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণাশ্রয়ে যাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, সে সকল জীবও এখানে বাস করিতেছেন; কিন্তু হরি, হরি! কোথায়ও ত' তাদৃশ প্রেমোৎসব দৃষ্ট হইতেছে না। হা চৈতন্য! হা কৃপানিধান! তোমার সেই বৈভব কি নিত্যকাল দর্শন করিতে পারব। অর্থাৎ "অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"—এই বাক্যানুসারে তোমার অপ্রাকৃত লীলা নিত্যকাল দর্শন করিবার সৌভাগ্য কি আমার হইবে)? ৮৮ ॥

কায়িক, বাচিক ও মানসিক বুদ্ধিজ যাবতীয় সদ্‌গুণগ্রাম
গৌরসেবাফলেই লভ্য—

তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ
সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধথুথুৎকৃতিঃ।
হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরমালম্বিতা
ভবন্তি কিল সদ্‌গুণা জগতি গৌরধামার্চ্চনে ॥ ৯১ ॥

---

স্বধর্ম্মাচরণ আর শ্রীবিষ্ণুপূজন।
তীর্থাদি ভ্রমণ কিম্বা বেদানুশীলন ॥
এসব সাধনে কেবা জানিবারে পারে।
বেদাদি দুর্ল্লভ সেই ব্রজতত্ত্বসারে ॥
একান্ত আশ্রয় যাঁর গৌরপ্রিয়ধাম।
বৃন্দাবন লভ্য তাঁর পূর্ণমনস্কাম ॥ ৯০ ॥
তৃণাপেক্ষা হীন বুদ্ধি মোহন আকার।
মিষ্টবাক্য বিষয়ে বৈরাগ্য বুদ্ধিসার ॥
কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ আর নিরপেক্ষ বুদ্ধি।
পায় জীব গৌরধামার্চ্চনে সর্ব্বশুদ্ধি ॥ ৯১ ॥

---

যিনি দর্শন, স্পর্শন, কীর্ত্তন, সম্যগ্‌রূপে স্মরণ অথবা দূরস্থিত ব্যক্তিগণের নমস্কার অথবা আদরের বিষয়ীভূত হইয়াও প্রেমসার (বিপ্রলম্ভরস) প্রদানে একমাত্র সমর্থ, সেই চিৎস্বরূপ শ্রীগৌরধামকে আমি নমস্কার করি ॥ ৮৯ ॥

বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্ম-পরিপালন, রাম-নারায়ণ নৃসিংহাদি বিষ্ণুতত্ত্ব-দেবগণের প্রকৃষ্টরূপে অর্চ্চন, শত শত তীর্থ পরিভ্রমণ, নিখিল-বেদশাস্ত্রবিচার প্রভৃতি করিয়াও শ্রীগৌরপ্রিয় শ্রীধাম নবদ্বীপে বসতি সেবাব্যতীত কেহই

গৌরধামসেবা-ব্যতীত অন্য কোটি সাধন-ভজনেও সদ্য
নিগূঢ়প্রেম-সম্পত্তি-লাভ অসম্ভব—

উপাসতাং বা গুরুবর্য্যকোটি-
রধীয়তাং বা শ্রুতিশাস্ত্রকোটিঃ।
চৈতন্যচন্দ্রস্য পুরোৎসুকানাং
সদ্যঃ পরং স্যাদ্ধি রহস্যলাভঃ ॥ ৯২ ॥

কলিকালে গৌরধামের কৃপা ব্যতীত শুদ্ধভক্তিমার্গে প্রবেশ অসম্ভব—

কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যপীঠ যদি নাদ্য কৃপাং করোষি ॥ ৯৩ ॥

---

গুরুবর বহুতর উপাসনা করি।
শ্রুতিশাস্ত্র-অধ্যয়নে না পাইয়া হরি ॥
গৌরপুর রাসোৎসুক হ'য়ে ভক্তজন।
পরম রহস্য লাভ করে অনুক্ষণ ॥ ৯২ ॥

---

বেদাদির দুর্ল্লভপদ ( শ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাস ( ক্ষেত্র শ্রীধাম বৃন্দাবনের সন্ধান ) জানিতে পারেন না ॥ ৯০ ॥

তৃণ অপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত অভিমানশূন্যতা, স্বাভাবিকী স্নিগ্ধ-কমনীয়-মূর্ত্তি, অমৃতের ন্যায় মধুরভাষিতা, কৃষ্ণচৈতন্যসম্বন্ধ-রহিত বিষয়গন্ধে থুথুৎকারিতা, হরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা—এই সকল সদ্‌গুণ জগতে একমাত্র শ্রীগৌরধামসেবাফলেই লাভ হইয়া থাকে ॥ ৯১ ॥

কলিযুগে বিপন্ন দুষ্কৃত ব্যক্তিগণের একমাত্র আশ্রয়দাতা গৌরধাম—

দুষ্কর্ম্মকোটিনিরতস্য দুরন্তঘোর-
দুর্ব্বাসনানিগড়শৃঙ্খলিতস্য গাঢ়ম্ ।
ক্লিশ্যন্মতেঃ.কুমতিকোটি কদর্থিতস্য
গৌড়ং বিনাদ্য মম কো ভবিতেহ বন্ধুঃ ॥ ৯৪ ॥

---

কাল হৈল কলি, বলী ইন্দ্রিয়নিচয় ।
অনেক কণ্টকে ভক্তিমার্গ রুদ্ধ হয় ॥
হায়, হায়, কোথা যাব, কি করিব আমি ।
যদি, নবদ্বীপ, কৃপা নাহি কর তুমি ॥ ৯৩ ॥
দুষ্কর্ম্মে নিরত সদা দুর্ব্বাসনা ঘোর ।
নিগূঢ় আবদ্ধমতি ক্লেশেতে বিভোর ॥
কোটি কোটি কুম'ত কদর্থ করে মোরে ।
নবদ্বীপ বিনা বন্ধু কে বিপদ ঘোরে ॥ ৯৪ ॥

---

( গৌরপাদপদ্ম অনাশ্রিত ) কোটিসংখ্যক শ্রেষ্ঠ গুরুর আশ্রয়গ্রহণই করুক্, অথবা ( আগম-নিগমাদি ) কোটি-কোটি-শ্রুতি-শাস্ত্রই অধ্যয়ন করুক্, ( তাহাতে নিগূঢ় প্রেমলাভের সম্ভাবনা নাই ) ; কিন্তু শ্রীগৌরধাম-সেবোৎসুকব্যক্তিগণের নিশ্চয়ই সদ্য ( সেই ) নিগূঢ় প্রেমপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৯২ ॥

কাল কলি ; ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুসকল অত্যন্ত বলবান্ এবং পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কর্ম্মজ্ঞানাদি কোটিকণ্টক-জালে অবরুদ্ধ। অতএব হে চৈতন্যপীঠ শ্রীনবদ্বীপ, তুমি যদি আজ আমাকে কৃপা না কর, তাহা হইলে হায় ! এই অবস্থায় বিহ্বল আমি কি করি, কোথায় যাই ? ৯৩ ॥

অযোগ্য ব্যক্তিও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ গৌরধামাশ্রয়ফলে প্রেমসম্পত্তিলাভে অধিকারী—

হা হন্ত ! চিত্তভুবি মে পরমোষরায়াং
সদ্ভক্তিকল্পলতিকাঙ্কুরিতা কথং স্যাৎ।
হৃদ্যেকমেব পরমাশ্বসনীয়মস্তি
গৌরাঙ্গধাম নিবসন্ ন কদাপি শোচ্যঃ ॥ ৯৫ ॥

বিপন্ন ও নিরাশ্রয়ের একমাত্র পরম-আশ্রয় গৌরধাম—

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদিনক্র-মকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
গৌরাঙ্গপীঠ ! মম দেহি কৃপাবলম্বম্ ॥ ৯৬ ॥

---

কঠিন ঊষর ক্ষেত্র তোমার আশয়।
ভক্তিকল্পলতাবীজ অঙ্কুর না হয়।
তবে এক আশা মোর জাগিছে হৃদয়ে।
নবদ্বীপবাসে শোক স্থান না লভয়ে ॥ ৯৫ ॥

---

আমি কোটি কোটি দুষ্কর্ম্মে একান্ত আসক্ত, দুর্দ্দম দারুণ-দুর্ব্বাসন শৃঙ্খলে সুদৃঢ় আবদ্ধ, কর্ম্মজ্ঞানাদি প্রয়াসজনিত ক্লেশে কাতরচিত্ত এ কোটি কোটি কুবুদ্ধিজন-দ্বারা বিপরীত পথে পরিচালিত হইয়া অভিভূত (এমত অবস্থায় শ্রীগৌর-প্রকটস্থলী) শ্রীগৌড় (নবদ্বীপ) ব্যতী আর কে আজ এই সংসারে আমার (মত বিপন্নের) বন্ধু অর্থাৎ আশ্রয়দাত হইবেন ? ৯৪ ॥

হায় ! হায় ! আমার এই অত্যন্ত ঊষর হৃদয় ক্ষেত্রে প্রেমভক্তি কল্পলতিকার অঙ্কুর অর্থাৎ স্থায়িভাব বা রতি কি প্রকারে হইবে ? আশ্র

বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তিপীঠ শ্রীনবদ্বীপের মাহাত্ম্য—

স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া
মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ।
নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে
মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতে ॥ ৯৭ ॥

---

সংসার-বাসনার্ণবে আমি নিপতিত।
কাম-ক্রোধ-আদি নক্রগ্রস্ত অতি ভীত ॥
দুর্ব্বাসনা শৃঙ্খলে আবদ্ধ নিরাশ্রয়।
গৌরস্থান, দেহ মোরে কৃপার আশ্রয় ॥ ৯৬ ॥
স্বয়ং কৃষ্ণ স্বর্ণবর্ণ করুণা করিয়া।
প্রেমানন্দোজ্জ্বলে রস-বপু প্রকটিয়া ॥
যেই নবদ্বীপে কৈল ভক্ত্যুৎসবময়।
মন সে মধুর ধামে সতত রময় ॥ ৯৭ ॥

---

য় না ; তবে একমাত্র পরমভরসা এই যে, গৌরধামে বাস করিলে কাহারও কখনও কোনও শোকের বিষয় থাকে না ॥ ৯৫ ॥

আমি সংসার-দুঃখার্ণবে পতিত, দুর্ব্বাসনার দৃঢ় শৃঙ্খলে আমার হস্তপদাদি বদ্ধ, আমি অবলম্বনহীন ; কামক্রোধাদি-নক্র-মকরসমূহ আমাকে গ্রাস করিয়াছে ; ( আমার এরূপ সঙ্কটে ) হে গৌরধাম, কৃপাপূর্ব্বক আশ্রয় প্রদান করিয়া আমাকে রক্ষা কর ॥ ৯৬ ॥

গলিতকাঞ্চনের ন্যায় গৌরকান্তি, মহাভাবরূপ শৃঙ্গাররস-বিগ্রহ লীলাময় কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং যথায় আবির্ভূত হইয়াছেন, যথায় প্রত্যেক ভবন প্রেমভক্তিদেবীর উৎসবে পূর্ণ, যাহা বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও অধিক মাধুর্য্যময়, সেই নবদ্বীপধামে আমার মন বিহার করিতেছে ॥ ৯৭ ॥

নবদ্বীপান্তর্গত ব্রজবনে বিপ্রলম্ভভাবোত্থ যুগল-লীলাস্মরণ-লালসা—

নবদ্বীপৈকাংশে কৃতনিবসতিঃ শান্তহৃদয়ঃ
শচীসূনোর্ভাবোত্থিত-যুগললীলাম্ ব্রজবনে।
স্মরন্ যামে যামে স্বসমুচিতসেবা-সুখময়ঃ
কদা বৃন্দারণ্যং সকলমপি পশ্যামি সরসম্ ॥ ৯৮ ॥

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতচক্ষুঃ চিন্ময় যোগপীঠ দর্শন-লালসা—

কদা ভ্রামং ভ্রামং লসদলকনন্দা-তট-ভুবি
জগন্নাথাবাসং জগদতুলদৃশ্যং দ্যুতিময়ম্।
পরানন্দং সচ্চিদ্‌ঘনসুরুচিরং দুর্ল্লভতরং
শচীসূনোঃ স্থানং পুলিনভুবি পশ্যামি সহসা ॥ ৯৯

---

কবে আমি নবদ্বীপে করিয়া বসতি।
শান্ত মনে পাব গৌরভাবোদিত মতি ॥
ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণসেবা ধ্যান করি।
ভজিব ব্রজের রস অদ্ভুত মাধুরী ॥ ৯৮ ॥
অলকানন্দার তটে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
দেখিব সে মিশ্রবাস অতুল জগতে ॥
দ্যুতিময় পরানন্দ সচ্চিদ্বিস্তৃতি।
দুর্ল্লভ গৌরাঙ্গপুর চিচ্ছক্তি-বিভূতি ॥ ৯৯ ॥

---

কবে আমি শান্তমনে নবদ্বীপের একপ্রান্তে ব্রজবনে বাস করি শ্রীশচীনন্দনের ভাবোত্থিত (বিপ্রলম্ভভাবোত্থিত) যুগললীলাবলী প্রতি প্রহরে স্মরণ করিতে করিতে আত্মোচিত সেবায় সুখপূর্ণ হইয়া সমস্ত বৃন্দাবনকে রসপূর্ণ অবলোকন করিব ? ৯৮ ॥

নবদ্বীপবাসী, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকামীর ন্যায়, কাশীবাস-গয়াধামান্বেষণ প্রভৃতি তুচ্ছাভিলাষশূন্য—

কাশীবাসিনোঽপি ন গণয়ে কিং গয়াং মার্গয়ামো
মুক্তিঃ শুক্তীভবতি যদি মে কঃ পরার্থপ্রসঙ্গঃ।
ত্রাসাভাসঃ স্ফুরতি ন মহারৌরবেঽপি ক্ব ভীতিঃ
স্ত্রীপুত্রাদৌ যদি ভবতি মে গোদ্রুমাদৌ নিবাসঃ ॥ ১০০ ॥

সুরেশ্বরগণেরও দুর্ল্লভ, বেদগুহ্য মহাপ্রেমলাভার্থ গৌরধামাশ্রয়ের কর্ত্তব্যতা—

অরে মূঢ়া গূঢ়াং বিচিনুত হরের্ভক্তিপদবীং
দবীয়স্যা দৃষ্ট্যাপ্যপরিচিতপূর্ব্বাং মুনিগণৈঃ।
ন বিশ্রম্ভশ্চিত্তে যদি যদি চ দৌর্লভ্যমিব তৎ
পরিত্যজ্যাশেষং ব্রজত শরণং গৌরনগরম্ ॥ ১০১ ॥

---

নাহি চাই কাশীবাস, গয়া, পিণ্ডদান।
মুক্তি শুক্তিসম ত্যজি, কিবা বর্গ আন ॥
রৌরবে কি ভয় মম, কি ভয় সংসারে।
শ্রীগোদ্রুমে বাস যদি পাই কৃপাদ্বারে ॥ ১০০ ॥

---

কবে আমি শোভমান্ গাঙ্গপুলিনে বিচরণ করিতে করিতে জগতে আপ্তিশালী, পরমানন্দময়, সচ্চিদ্‌ঘন অর্থাৎ চিচ্ছক্তির সন্ধিনী-প্রভাব-প্রকটে চিন্ময়ধাম, পরম মনোরম এবং দুর্ল্লভ হইতেও দুর্ল্লভতর অতুলনীয় দৃশ্য, শ্রীজগন্নাথমিশ্রভবন শ্রীশচীনন্দনের স্থান (গৌরপ্রকটস্থলী বা যোগপীঠ), গাঙ্গাতীর-ভূমিতে সহসা অবলোকন করিব ? ৯৯ ॥

উপসংহারে গ্রন্থকারের বক্তব্য : শ্রীনবদ্বীপধামই ঔদার্য্যলীলাভূমি-

ধাম্নোরভেদাচ্ছতকং পৃথক্ পৃথক্
কৃত্বাপি ভাষাসমতা সমীহিতা।
গৌরাঙ্গধাম্নো মহিমা বিশেষতঃ
অত্রৈব বাণী বিহিতা ক্বচিৎ পৃথক্ ॥ ১০২ ॥

ইতি ত্রিদণ্ডি গোস্বামিকুলমুকুটমণি-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-গৌরপার্ষদ-প্রবরশ্রীমৎপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদ-বিরচিতং
শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকং সমাপ্তম্।

---

ওহে মূঢ় জন, সূক্ষ্ম দৃষ্টির বিধানে।
মুনিগণাপ্রাপ্য ভক্তি করহ সন্ধানে ॥
বিশ্বাস অভাবে যদি নাহি সংঘটন।
সব চেষ্টা ছাড়ি লহ নদীয়া' শরণ ॥ ১০১ ॥

---

যদি আমার শ্রীগোদ্রুমপ্রমুখ শ্রীনবদ্বীপধামে বাস হয়, তাহা হইলে আমি কাশীবাসিদিগকেও গণনা করি না, গয়াধাম অন্বেষণইবা কি জন্য করিব? যদি মুক্তিই আমার নিকট শুক্তিতুল্য প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মার্থ-কাম—এই ত্রিবর্গের আর কথা কি? আর মহারৌরবেও যদি লেশমাত্র ভয় উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে স্ত্রীপুত্রাদি বিষয়েই বা ভীতি কোথায়? ১০০ ॥

অরে মূঢ়গণ, মুনিগণ দূরদৃষ্টি-দ্বারাও পূর্ব্বে যাঁহার পরিচয় লাভ করিতে পারেন নাই সেই নিগূঢ়া হরিভক্তিপদবী অনুসন্ধান কর। যদি চিত্তে বিশ্বাস না হয়, আর যদি উহা দুর্ল্লভ বলিয়াই মনে হয়, সেই সকল (মনোধর্ম্ম) সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরনগর শ্রীনবদ্বীপধামের শরণ গ্রহণ কর ॥ ১০১ ॥

বৃন্দাবন, নবদ্বীপ—অভেদ-স্বরূপ।
ভিন্ন শতকেও ভাষা লিখি একরূপ॥
গৌরধাম-মহিমা বিশেষ তবু জানি।
দীয়া-শতকে বলি কিছু ভিন্না বাণী॥ ১০২॥

ইতি শ্রীল-প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামিপাদ-বিরচিত "শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্"-এর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত পদ্যানুবাদ সমাপ্ত।

---

শ্রীনবদ্বীপ ও বৃন্দাবন-ধামের অভেদত্ব-হেতু তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ শতক লিখিলেও ভাষার সামঞ্জস্য অভীপ্সিত বুঝিতে হইবে। কিন্তু (ঔদার্য্য-লীলা-ভূমি) নবদ্বীপ-ধামের মাহাত্ম্য বিশেষ থাকায় কোন কোনস্থানে পৃথক্‌ভাবেও বাক্য-বিন্যাস করা হইয়াছে।১০২।

ইতি ত্রিদণ্ডি-গোস্বামিকুল-মুকুটমণি পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য গৌরপার্ষদ-প্রবর শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ-বিরচিত "শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্-এর বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

——::(*)::——